ঈমানী মৃত্যু

মাওলানা ফখরুদ্দিন আহ্‌মাদ

ঈমানী মৃত্যু

মাওলানা ফখরুদ্দিন আহ্‌মাদ

এম.এম, (বি.এ. অনার্স, এম.এ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্‌সান পাবলিকেশন

কাটাবন ❐ বাংলাবাজার ❐ মগবাজার

www.amarboi.org

ঈমানী মৃত্যু

মাওলানা ফখরুদ্দিন আহ্‌মাদ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক

মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০১০
পঞ্চম প্রকাশ : মে ২০১৪
বৈশাখ ১৪২১
রজব- ১৪৩৫

প্রচ্ছদ

নাসির উদ্দীন

কম্পোজ ও মুদ্রণ

র‍্যাক্স কম্পিউটার
৩১১ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট (২য় তলা)
কাটাবন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

Imani Mittu by Moulana Fakhruddin Ahmad Published by Ahsan Publication Kataban Masjid Campus, Dhaka First Edition October, 2010, Fourth Edition May, 2013. Price Taka-40.00 only.

www.amarboi.org

সূচীপত্র

❖ মাওত শব্দের অর্থ ও পরিচয় ॥ ৫

❖ হায়াত ও মাওতের সৃষ্টি ॥ ৫

❖ মৃত্যু অনিবার্য সত্য ॥ ৬

❖ ঈমান ও আমল ॥ ৮

❖ মৃত্যু সম্পর্কে কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ কি বলে? ॥ ৯

❖ নিদ্রা ও মৃত্যু ॥ ১০

❖ মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু ॥ ১২

❖ ঈমানী মৃত্যুর আমল ॥ ১৪

❖ ঈমানী মৃত্যুর দৃশ্য ॥ ২৮

❖ রূহ চলে গেলে কি করতে হবে ॥ ২৯

❖ মৃত ব্যক্তির গোসলের নিয়ম ॥ ২৯

❖ মৃত ব্যক্তির কাফনের বর্ণনা ॥ ৩০

❖ কাফন পরানোর পদ্ধতি ॥ ৩১

❖ আরও কয়েকটি জরুরী মাসআলা ॥ ৩২

❖ মৃতের প্রশংসার ফযীলত ॥ ৩৩

❖ জানাযার তাৎপর্য ॥ ৩৩

❖ জানাযা তাড়াতাড়ি করা ॥ ৩৪

❖ একাধিক লাশের জানাযা ॥ ৩৫

❖ লাশ বহন করার নিয়ম ॥ ৩৫

❖ কবর দেয়ার নিয়ম ॥ ৩৫

❖ কবরে সাওয়াল জাওয়াব ॥ ৩৮

❖ যে আমলের মৃত্যু নেই ॥ ৪৬

❖ মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয় ॥ ৪৭

www.amarboi.org

ভূমিকা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ ـ اَمَّا بَعْدُ ـ

সব মুসলমানের কামনা, যেন তার ঈমানসহ মৃত্যু হয়। ঈমানবিহীন মৃত্যু হলে পরকালে নাজাতের আর কোনো আশাই নেই। অনেকে ঈমানী মৃত্যুর জন্য দু'আ ও চান।

কিভাবে আমল করলে একজন মুসলমান ঈমানসহ মৃত্যু বরণ করতে পারবেন, এ বইতে সে কথাগুলো সহজ সরল ভাষায় পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। বইটি পড়ে একজন মুসলমানও যদি ঈমানী মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, তবেই লেখাটি সার্থক হবে। বইটির লেখাগুলো নির্ভুলভাবে পেশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনো পাঠক ভুলত্রুটি লক্ষ্য করলে এ অধমকে জানাবেন। পরবর্তীতে সংশোধন করে ছাপানো হবে।

এ বইটি যেন লেখক ও পাঠকদের পরকালে নাজাতের একটি উসিলা হয়, এ প্রত্যাশাই করি। প্রথম বই "নামায পড়ি জীবন গড়ি" ব্যাপক পাঠক প্রিয় হওয়ার কারণেই পরবর্তী বই "ঈমানী মৃত্যু" লেখার অনুপ্রেরণা পাই।

ভবিষ্যতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আরও লিখার ইচ্ছা রাখি। আপনাদের দু'আ প্রত্যাশী।

ফখরুদ্দিন আহমাদ
ঢাকা

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাওত শব্দের অর্থ ও পরিচয়

موت তিনটি অক্ষরের একটি শব্দ। মীম, ওয়া, তা-মাওত। বাংলা অর্থ- মরে যাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া, সমাপ্তি ঘটা ইত্যাদি। পরিভাষায় যে বস্তুর মাধ্যমে মানুষের দুনিয়ার জীবনের সমাপ্তি ঘটে কবরের জীবন শুরু হয়, তাকে মাওত বা মৃত্যু বলে।

"ইন্তেকাল" শব্দটি দ্বারা ও মৃত্যুকেই বুঝানো হয়। انتقال শব্দটি এসেছে نقل থেকে। نقل অর্থ স্থানান্তর করা, একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া, যেহেতু মৃত্যুর মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া থেকে কবরে স্থানান্তর হয় তাই তাকে انتقال বলে।

দুনিয়ার জীবনে ও মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। কেউ বিদেশে ও চলে যায়। তাকে ইন্তেকাল বলে না। কেননা এ পৃথিবীতে যত দূরেই মানুষ যাক না কেন, সেখান থেকে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, টেলিফোনে কথা হয়, মোবাইলে, চিঠিপত্রে খবর পাওয়া যায়, সুখ-দুঃখ জানা যায়, কিন্তু ঘরের কাছে কবর সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে একবার কেউ চলে গেলে সুখ-দুঃখ জানা যায় না, মোবাইলে অথবা ফোনে খবরও পাওয়া যায় না, আর কিয়ামতের ময়দানে উঠার আগে ফিরে আসারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এ কারণে তাকে বলা হয় ইন্তেকাল।

হায়াত ও মাওতের সৃষ্টি

এখানে দু'টি শব্দ, একটি হায়াত অপরটি মাওত। কেন সৃষ্টি করা হলো? কে সৃষ্টি করলেন?

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে সময় তাকেই আরবীতে হায়াত বলে। যে জিনিসের দ্বারা দুনিয়ার হায়াতের সমাপ্তি ঘটে তাকে মাওত বলে।

আল্লাহর অতি আশ্চর্যজনক সৃষ্টি হলো হায়াত এবং মাওত। এ দুটি সৃষ্টির মাঝেই স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষেরা কিছু দিয়ে কিছু বানায়। তাই মানুষেরা "খালেক" নয়। কিছু না থেকে যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই হলেন খালেক, বানানে ওয়ালা। এ আকাশ একদিন ছিলনা, এ জমিন একদিন ছিলনা, তিনিই সৃষ্টি

www.amarboi.org

করেছেন। একই স্রষ্টাই হায়াত এবং মাওত সৃষ্টি করেছেন। কেন করেছেন? পবিত্র কুরআন বলছে ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً.

অর্থ ঃ তিনিই মহান আল্লাহ যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে এ পরীক্ষা করার জন্য কে তোমরা নেক আমলে উত্তম? (৬৭ নং সূরা মুলক : আয়াত-২)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল, পৃথিবী হলো পরীক্ষা কেন্দ্র, আমরা হলাম পরীক্ষার্থী আর মৃত্যু হলো পরীক্ষার ফলাফল। আমরা উত্তম আমল করলাম কিনা মৃত্যুর মাধ্যমে তা প্রমাণ হয়ে যাবে। প্রিয় পাঠক আসুন আমরা ভাল ফলাফলের প্রস্তুতি গ্রহণ করি, জীবনটাকে আল্লাহর বিধানের আলোকে গঠন করি। ঈমানের মৃত্যুকে বরণ করি। আমীন,

মৃত্যু অনিবার্য সত্য

আমরা চোখে যা দেখি সবকিছুরই মৃত্যু আছে। জড় হোক আর জীব হোক ধ্বংস তার অনিবার্য, আল্লাহ পাক বলছেন ঃ

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

অর্থ ঃ হে আমার বান্দারা, তোমরা যেখানেই থাকনা কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরবেই। এমনকি তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও। মৃত্যু তোমাদের ছাড়বেনা। (৪ নং সূরা আন নিসা : আয়াত-৭৮)

কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো মজবুত কক্ষে অবস্থান নেয় যা ধ্বংস হবার নয় এবং দুনিয়ার কোনো আলো বাতাস পৌছার মতো ছিদ্রও না থাকে। লোকটা সেখানেও মারা যাবে। মনে প্রশ্ন আসে ছিদ্রতো নেই। মাওতের ফেরেস্তা কীভাবে ঢুকল? বুঝা গেল– এটা এমন ফেরেস্তা যার ঢুকতে ছিদ্র লাগেনা। কোন প্রতিবন্ধকতা তাকে আটকাতেও পারেনা।

পবিত্র কুরআন বলছে–

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

www.amarboi.org

অর্থ ঃ তোমরা মৃত্যু থেকে পালাতে চাও সেই মৃত্যু– তোমাদের সাথে অবশ্যই দেখা করবে। অতঃপর তোমাদেরকে এমন আল্লাহর নিকট দাঁড়াতে হবে, যিনি তোমাদের গোপন এবং প্রকাশ্য সব জানেন। তোমরা দুনিয়ায় যা করেছো সব তিনি জানিয়ে দেবেন। (৬২ নং সূরা জুমুআ : আয়াত-৮)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো মৃত্যু সামনে থেকে আসবে। আর যে জিনিস সামনে থেকে আসে তার থেকে পালানো যায়না, কারণ আপনি যেদিকেই ফিরবেন তা আপনার সামনে থাকবে।

* কেউ কুরআনুল কারীমের সব আয়াত অস্বীকার করলেও করতে পারে তবে একটি আয়াত সকলেই মানতে বাধ্য। আর তা হলো ২৯ নং সূরার ৫৭ নং আয়াতে কারীমাতে আল্লাহ পাক বলছেন :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ـ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ. (العنكبوت)

অর্থ ঃ প্রত্যেক জীবকেই মরতে হবে, অতঃপর সকলেই আমার নিকট ফিরে আসবে। একই বলা হয়েছে– ৩নং সূরা– ১৮৫ নং আয়াতে ৬নং সূরা– ৬১, ৬২ নং আয়াতে, ১৬ নং সূরা ৭০ নং আয়াতে, ২১ নং সূরা ৩৫ নং আয়াতে, ২৯ নং সূরা ৫৭ নং আয়াতে ৩৯ নং সূরা ৩০, ৩১, ৪১ নং আয়াতে ৫০ নং সূরা– ১৯ নং আয়াতে। এসব আয়াতের বর্ণনা সামনে রাখলে এটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে মৃত্যু অনিবার্য সত্য।

এবার কুরআনুল কারীমের এ বর্ণনার আলোকে আমার নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলোর জবাবে আপনার অন্তরকে জিজ্ঞেস করুন–

পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোকদের প্রচেষ্টা শুধু বেঁচে থাকার জন্য, অথচ বেঁচে থাকা কি সম্ভব?

আমাদের ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, পড়ালেখা এসব কি আমাদেরকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়? আমরা কি ঈমানদার হয়ে মরবো, না মরে ঈমানদার হবো? মুসলমান হয়ে মরবো, না মরে মুসলমান হবো? নেক আমলকারী হয়ে মরবো, না মরে নেক আমলকারী হবো? মৃত্যুর পর কি নেক আমল করা যায়? নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত , হালাল খাওয়া, সত্য কথা বলা এগুলো কি মৃত্যুর পরের আমল, না মৃত্যুর আগের আমল? আপনার মন যদি এ প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব দেয়, তবে অবশ্যই ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য আপনাকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী এ পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে হবে।

www.amarboi.org

ঈমান ও আমল

ঈমান শব্দের সাধারণ অর্থ বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা। ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় প্রধানত আল্লাহ তা'আলা, ফেরেস্তা, আল্লাহর দেয়া কিতাব, নবী-রাসূল, তাকদীর, পরকাল ও পুনরুত্থান প্রভৃতি বিষয়ের উপর, আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও তদনুযায়ী আমল করাকে ঈমান বলে।

আর এ আকীদা ও আমলের উপর মৃত্যুকে বরণ করাই হলো ঈমানের সাথে মৃত্যু।

ঈমান দেখা যায়না কিন্তু আমল দেখা যায়। ঈমান হলো বীজ আর আমল হলো গাছ। বীজ মাটির নীচে থাকে আর গাছ উপরে থাকে। বীজের সাথে গাছের সম্পর্ক যেমন, ঈমানের সাথে আমলের সম্পর্ক ও সে রকম। এ জন্য ঈমানবিহীন আমল আর আমলবিহীন ঈমান কোন্‌টাই গ্রহণ যোগ্য নয়। কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুমিন মনে করে তাহলে আমল হবে তার পরিচয় । তার কাজ কর্ম বলে দেবে তার অন্তরে কিসের বিশ্বাস আছে। কেউ যদি মুখে বলে আমি আল্লাহকে স্বীকার করি আর বাস্তবে সে আল্লাহর কোনো বিধান না মানে তাহলে সে কি মুমিন? যদি সে মুমিন হতো, ঈমান তার আমলে ফুটে উঠতো।

পবিত্র কুরআন শরীফে যত জায়গায় আল্লাহ পাক ঈমানের কথা বলেছেন, প্রায় তত জায়গায় আমলের কথা ও বলেছেন। যেমন– সূরা আছর এ আল্লাহ পাক বলেছেন– মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত কিন্তু তারা নয় যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।

* সূরা আত-তীন এ আল্লাহ পাক বলেছেন অতঃপর মানুষ কর্মদোষে অবনতির নিম্নস্তরে পৌছে, কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে।

* সূরা ফুরকানে বলা হয়েছে– তাদেরকে শাস্তি থেকে রক্ষা করা হবে, যারা তাওবা করে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে।

* সূরা আল্ কাহ্‌ফের ১০৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.

অর্থ ঃ যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউস নামক জান্নাত।

এ ধরনের আরও আনেক আয়াতে ঈমান এবং আমলকে এক সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব আয়াত থেকে এটাই বুঝা গেল আমি ঈমান এনেছি, একথা

www.amarboi.org

বললেই ঈমানের সাথে মৃত্যু হবে এটা বলা যায়না, যতক্ষণ না আমি ঈমান অনুযায়ী আমল করবো।

মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ কি বলে ঃ

* মৃত্যু একবারই আসে পরকালে আর কেউ মরবেনা ঃ ৩৭ নং সূরার ৫৮, ৫৯ নং আয়াত বলছে–

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ـ اِلاَّ مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ.

অর্থ ঃ আমাদেরতো আর মৃত্যু হবেনা। প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে না। (এ কথা জাহান্নামীদেরকে দেখার পর ঈমানদারগণ বলবে)

* ৮৭ নং সূরার ১৩ নং আয়াতে রয়েছে ঃ

ثُمَّ لَايَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ـ

অর্থ ঃ অতঃপর সেখানে তারা মরবেও না বাঁচবেও না। (এ কথা জাহান্নামীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।)

এ ধরনের আরও কথা বলা হয়েছে ১৪ নং সূরার ১৩ নং আয়াতে ২০ নং সূরার ৭৪ নং আয়াতে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে হাশরের ময়দানে বিচারের পর মহান আল্লাহ মৃত্যুকে হাজির করবেন একটি প্রাণীর আকারে। আল্লাহ পাক বলবেন হে হাশরের ময়দানে উপস্থিত বান্দারা। মৃত্যুকে হত্যা করা হচ্ছে। তোমরা আর কেউ মরবেনা। এই বলে তাকে জবাই করে দেয়া হবে।

* মৃত্যুর দৃশ্য অবলোকন ও মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যেমন ঃ ৫০ নং সূরার ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ـ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ـ

অর্থ ঃ মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে এবং তা তোমাদের ভোগ করতেই হবে, তোমরা তা থেকে অব্যাহতি চেয়ে আসছো। এ ধরনের আরেকটি বর্ণনা রয়েছে– ৫৬ নং সূরার– ৮৩ থেকে ৮৭ আয়াতে–

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ـ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ـ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لاَّ تُبْصِرُوْنَ.

www.amarboi.org

অর্থ : অতঃপর হে আমার বান্দারা তোমরা যদি কারও অধীন না হয়ে থাকো এবং এ দাবিতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে মুমূর্ষ ব্যক্তির প্রাণ যখন গলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তোমরা চোখে দেখতে থাক সে মরতেছে, তখন তার মুমূর্ষ প্রাণ ফেরত আননা কেন? (এটি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়)

* পবিত্র কুরআন শরীফের ২১ নং সূরার ৩৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ـ

অর্থ : হে নবী! আপনার পূর্বেও আমি কোনো মানুষকে চিরস্থায়ী করিনি।

* ৩৯ নং সূরার ৩০, ৩১ নং আয়াতের বলা হয়েছে :

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ـ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ.

অর্থ : হে নবী! আপনিতো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল, অতঃপর কিয়ামতের দিন তোমরাতো প্রতিপালকের সামনে একে অপরের সাথে বাক-বিতণ্ডা করবে।

নিদ্রা ও মৃত্যু

মৃত্যু এমন একটি বিষয় যার থেকে কেউ রক্ষা পায়না, দৈনিক প্রতিটি মানুষ একটা লম্বা সময় ঘুমে কাটায়। কেউ ২৪ ঘণ্টায় ৫ ঘণ্টা, কেউ ৬ ঘণ্টা ঘুমায়। এ হিসাবে কারো হায়াত যদি ৭০ বছর হয়, তাহলে লোকটি প্রায় ১৮ বছর ঘুমেই থাকে। এ ১৮ বছর বলতে হবে সে মৃত। ঘুম মানুষের দেহ থেকে আত্মাকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আর মৃত্যু মানুষের আত্মাকে দেহ থেকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দু'ভাবেই বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

* মহান আল্লাহ পাক ৩৯ নং সূরার ৪২ নং আয়াতে বলেন :

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ـ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ـ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ـ

অর্থ : আল্লাহই জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও হরণ করেন নিদ্রার সময়। অতঃপর তিনি যার

www.amarboi.org

জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং বাকিগুলো ফিরিয়ে দেন, এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই যারা চিন্তাশীল তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

ইবনে আব্বাস (রা). বলেন– আদম সন্তানের ২টি জিনিস রয়েছে, একটি অপরটির সঙ্গে জড়িত। একটি রূহ অপরটি নাফ্স। রূহ দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ও নড়া চড়ার কাজ চলে। আর নাফ্স অনুভূতি ও বোধশক্তির উৎস। মানুষ যখন ঘুমায় তখন শুধু "নাফস" হরণ করা হয়।

মৃত্যু যেমন সব সমান করে দেয়, কে রাজা কে প্রজা, কে ধনী কে গরীব, কে কালো কে সাদা এরকম কোনো পার্থক্য করেনা। ঘুমও সে রকম সব সমান করে দেয়। ঘুম আসলেও এ অনুভূতি থাকেনা যে, সে কি রাজা না প্রজা, মন্ত্রী না এমপি, মেম্বার না চেয়ারম্যান, ধনী না গরীব, ঘুম থেকে জাগলেই মনে পড়ে আমি তো অমুক। তাই প্রতিদিনের ঘুম আমাদেরকে মৃত্যুর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঘুমাতে গেলে মুসলমান দু'আ পড়ে থাকে :

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার নামেই মৃত্যু বরণ করতেছি এবং তোমার দয়ায় জীবিত করো। ঘুম থেকে জেগে মুসলমান দু'আ পড়ে থাকে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ ـ

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে যিনি আমাকে মৃত্যু দেয়ার পর জীবিত করলেন। তাঁর দরবারেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

ঘুম এবং তন্দ্রা আসা এটা বান্দার বৈশিষ্ট্য, আল্লাহর বৈশিষ্ট্য নয়। যিনি ঘুমান তিনি তো ঐ সময়টুকু সবকিছু থেকে গাফেল থাকেন। এটা আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের খেলাফ।

* আল্লাহ পাক ২নং সূরার ২৫৫ নং আয়াতে বলেন–

لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ.

অর্থ : তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না।

প্রতিদিন ঘুমের মাধ্যমে আল্লাহর আমাদেরকে মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেন। তারপরও যারা মৃত্যু থেকে গাফেল থাকে তারা হতভাগা ছাড়া আর কি হতে

www.amarboi.org

পারে? প্রিয় পাঠক! আমরা যেন সব সময় ঈমান ও আমল নিয়ে মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্য তৈরি থাকি। তা না হলে এমন অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যেতে পারে যে, আমাদের দুঃখের রজনীর সুবহি সাদিক হবে না।

মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু

মুসলমান শব্দটি 'সিলমুন' থেকে এসেছে। 'সিলমুন' অর্থ– আত্মসমর্পণ করা। মুসলমান সেই ব্যক্তিকেই বলে যে আল্লাহর প্রতিটি বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। যে ব্যক্তি অর্থনীতি, রাজনীতি, বিচারনীতি, শিক্ষানীতি ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে না, সে কখনো পরিপূর্ণ মুসলমান হতে পারে না। কারণ যে আল্লাহর অনুগত, সে আল্লাহর মুসলমান। যে দুর্গার অনুগত সে দুর্গার মুসলমান। যে যার হুকুম মানে, সে তার মুসলমান। মুসলমান বলতে ইসলামের অনুসারীকে বুঝানো হলে– যারা ইসলামের অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পনীতি বাদ দেবে তারা কি করে মুসলমান হয়? যারা ধর্ম আর রাজনীতি আলাদা মনে করবে, তারা কি করে মুসলমান হয়? যারা বলবে ইসলামের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নেই তারা কি করে মুসলমান হয়? এ বিশ্বাস ও আদর্শের উপর যাদের মৃত্যু হবে, তারা কি ঈমান নিয়ে মরতে পারে? যাদের ঈমান মানব রচিত আদর্শের উপর তাদের মৃত্যুও সে আদর্শের উপরই হয়ে থাকে। তাদের জানাযা কাফন-দাফন যেভাবেই হোক, তাতে কি আসে যায়?

মৃত্যুর সাথে মুসলমানিত্বের এক চূড়ান্ত লক্ষ্য যুক্ত হয়ে আছে। আল্লাহ পাক ৩ নং সূরার ১০২ নং আয়াতে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ব্যতীত মৃত্যু বরণ করো না।

এ আয়াতে কারীমায় মু'মিনকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে, মুসলমান না হয়ে মরো না। মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন মুসলমানদের ধারণা, আমরা তো মুসলমান আছিই। ইসলামী বিধি-বিধান মানে না, হালাল হারামের সীমারেখা মানে না, ইসলামী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি স্বীকার করে না, চাঁদাবাজ, মদখোর, যেনাকারদের সাথে চাল-চলন, সুদ, ঘুষ যা পায় তাই খায়, আর ভাবতে থাকে

www.amarboi.org

বুড়ো বয়সে একটা হাজ্জ করলে সব মাফ হয়ে যাবে এবং ঈমান নিয়ে মরতেও পারবো। এ ধরনের ভাই বোনদেরকে বলছি, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা। এ ধরনের কাজে মশগুল থাকলে ঈমান ও মুসলমানী কোনোটিই থাকে না। তাই আল্লাহ বলছেন মৃত্যুর আগে এসব ছেড়ে দিয়ে মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণ কর। এ পৃথিবীর হায়াতের মূল লক্ষ্যই হলো আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানা ও তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা। কেউ যদি এর বিপরীত কাজ করে তাহলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলবে, তার সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন–

وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ـ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ـ

অর্থ ঃ "হাশরের দিন তোমাদের পাওনা পূর্ণ করে দেয়া হবে। যাকে দোযখের আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে অবশ্যই সফলতা লাভ করবে।" (৩ নং সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৮৫)

* মুসলমান হয়ে মৃত্যু বরণের জন্য হযরত ইউসুফ (আ.)ও আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছেন– ১২ নং সূরার ১০১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَنْتَ وَلِيّٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ تَوَفَّنِىْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ

অর্থ ঃ "হে আমার প্রতিপালক! তুমি এই দুনিয়াতে এবং পরকালে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলিম হিসেবে মৃত্যু দাও এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে শামিল করো।"

এ আয়াত থেকে জানা গেল একজন নবী, যিনি নবী হিসেবে মৃত্যু বরণের জন্য দু'আ না করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যু বরণের জন্য দু'আ করলেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, মুসলমানিত্বের মর্যাদা কত বেশী। নবুওতীর বিল্ডিংটি মুসলমানিত্বের ফাউন্ডেশনের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

* এবার পবিত্র কুরআন শরীফের ২ নং সূরার ১২৮ নং আয়াতটি লক্ষ্য করুন :

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ـ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ـ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

www.amarboi.org

অর্থ ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের উভয়কে তোমার মুসলমান বানাও এবং আমাদের বংশধরদের থেকে তোমার মুসলমান দল সৃষ্টি করো। আমাদেরকে ইবাদতের নিয়ম, পদ্ধতি দেখিয়ে দাও। আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

হযরত ইবরাহীম এবং ইসমাঈল (আ.) কাবা ঘরের নির্মাণ কাজ শেষে এই দু'আ করেছেন, আল্লাহ আমাদের দু'জনকে মুসলমান বানাও। তাঁরা দু'জনই নবী ছিলেন। বাবাও নবী, ছেলেও নবী। তারপরও দু'আ করলেন মুসলমান হওয়ার জন্য। এবার চিন্তা করুন তাঁদের মুসলমানিত্বের তুলনায় আমরা কত পিছনে। আর আমাদের ধারণা হলো যত খারাপ কাজই করিনা কেন, আমিতো মুসলমান থাকবই। অথচ বাস্তব কথা হলো, আল্লাহর আদেশ নিষেধ না মানলে মুসলমান থাকা যায় না।

পবিত্র কুরআন শরীফের ২ নং সূরার ২০৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً ـ وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ـ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থ ঃ "হে মু'মিনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

এ আয়াতের দাবি হলো জীবনের সব ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কার্যকরী করা। অন্যসব আইন-কানুন মত ও পথকে এখানে শয়তনের পথ বলা হয়েছে। আর তা অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরপরও যারা ঐসব মতবাদ মেনে চলবে তাদের মৃত্যু ঈমানের সাথে হবে এ আশা কি করে করা যায়?

ঈমানী মৃত্যুর আমল

প্রতিটি মুসলিমের আকাঙ্ক্ষা যেন সে ঈমানসহ মরতে পারে। আমাদের প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন :

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ مِنَ الدُّنْيَا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ـ (ابو داود)

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তির দুনিয়ার শেষ কথা হয়– লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

www.amarboi.org

উপরোক্ত কালিমা পড়ার মাধ্যমে যার মৃত্যু হয়, সে কতইনা সৌভাগ্যবান বান্দা। আমরাও সৌভাগ্যবান বান্দাদের মধ্যে শামিল হতে পারবো যদি কিছু আমল করি। সে আমল নতুন কোনো আমল নয়। নবীদের শিখানো প্রতিদিনের কাজ। অনেকেই হুজুরদের নিকট দু'আ চান যেন ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করতে পারেন। নিজে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করলে হুজুরের দু'আয় ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করা যাবে এমন কথা কোথায়ও আছে কিনা আমার জানা নেই।

রাসূলে করীম (সা.) ঈমানী মৃত্যুর লক্ষণ সম্পর্কে বলেছেন :

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهٖ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهٗ قَالُوْا كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهٗ؟ قَالَ يُوَفِّقُهٗ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ مَوْتِهٖ - (احمد - ترمذى - حاكم)

"আল্লাহ পাক যখন কারও কল্যাণ চান, তখন তাকে দিয়ে কিছু কাজ করান। সাহাবায়ে কিরামগণ জানতে চাইলেন– কিভাবে তিনি কাজ করান? জবাবে নবীজি বললেন : আল্লাহ তাকে মৃত্যুর পূর্বে নেক আমলের তাওফীক দান করেন।

এ হাদীস দ্বারা এ কথা বুঝা যায় না যে, সারা জীবন গুনাহের কাজ করে মৃত্যুর কয়েক দিন আগে ভাল কাজ করলেই হবে। বরং হাদীসের মর্ম হলো– জীবনকে আল্লাহর দ্বীনের আলোকে গঠন করতে হবে। এখন আমরা আমলগুলো সম্পর্কে জানবো।

১. ঈমানকে খাঁটি করা : ঈমানকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই মুক্ত রাখা। অন্য কোনো মতবাদের প্রতি ইয়াকীন বা বিশ্বাস না রাখা। দিলের মধ্যে একমাত্র খোদায়ী মতবাদের স্থান দেয়া। যদি অন্য কোনো মতাদর্শ বা দলের বিশ্বাস অন্তরে থাকে তাহলে ঈমান খাঁটি হলো না। এ রকম বহু ধরনের বিশ্বাস মিলে ঈমানে শিরক মিশ্রিত হয়ে গেলো। এ ধরনের ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে জাহেলী মৃত্যুর আশংকা রয়েছে।

আমাদের প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন : তুমি তোমার ঈমানকে খাঁটি করো। তোমার মুক্তির জন্য অল্প আমল যথেষ্ট হবে।

২. ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা : ঈমানকে ভেজালমুক্ত করার পর ঐ খাঁটি ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

ঈমানের দাবি লঙ্ঘন হয় এমন কোনো কাজ করা যাবে না। আমার বক্তৃতা, বিবৃতি, আমার লিখনি, আমার চরিত্র, পাড়া-প্রতিবেশী ও আপনজনের সাথে

www.amarboi.org

আমার সম্পর্ক, এগুলো যেন ঈমান অনুযায়ী হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তাহলে আশা করা যায় আমি ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারবো।

যদি আপনজনের হক নষ্ট করি। মা, বাবাকে ধোঁকা দিয়ে অন্যদেরকে বঞ্চিত করে সব সম্পদ নিজের নামে লিখে নিয়ে যাই, যদি প্রতিবেশীর নামে হয়রানিমূলক মামলা দিয়ে তাদেরকে বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত করি, যদি অন্যের উপর জোর যুলুম করি তাহলে আমি ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে পারবো, এমন আশা করা যায় না।

সূরা হা-মীম-সাজদার ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَاتَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ -

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, আর এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, আল্লাহ পাক তাদের নিকট ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। ফেরেশতারা বলে, তোমাদের ভয় নেই, চিন্তা নেই, তোমরা আল্লাহ পাকের ওয়াদাকৃত জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো।"

৩. ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত মেনে চলা : কোনো মু'মিন যদি ঈমানের উপর মৃত্যু কামনা করে সে যেন উক্ত বিষয়গুলো মেনে চলে। নেক আমল যত ক্ষুদ্রই হোক তা বিচারের দিন পাহাড়ের চেয়েও ভারী হতে পারে। তাই সুন্নাত, নফল কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করে ছেড়ে না দেয়া। হতে পারে যেটাকে আমি কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছি, এ রকম একটি আমল আমার মাওলার এত পছন্দ হয়েছে যে, সে উছিলায় তিনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

ফরয, ওয়াজিব বলতে এমন আমল বুঝায় যা আমার উপর অবশ্য কর্তব্য। যা অমান্য করার স্বাধীনতা আমাকে দেয়া হয়নি। যা পালন না করা কবিরা গুনাহ আর অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়। যেমন– দৈনিক ৫ বার নামায আদায় করা। বছরে ১ বার যাকাত আদায় করা, জীবনে ১ বার হাজ্জ করা, রমযান মাসের রোযা রাখা, হালাল খাওয়া, পর্দা রক্ষা করে চালচলন করা, সত্য কথা বলা ইত্যাদি।

এখন কোনো মুসলমান যদি এ আমলগুলো না করে আর ঈমানের সাথে মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে তার ব্যাপারে কি ঈমানী মৃত্যুর আশা করা যায়?

www.amarboi.org

যে মুসলিম নামায পড়ে না তার মৃত্যু কি নামাযের সাথে হবে, না নামায ত্যাগ করার সাথে হবে? যে মুসলিম যাকাত আদায় করে না, তার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে, না দরিদ্রের হক মেরে খাওয়ার সাথে হবে? যে মুসলিম ঘুষ খায় তার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে, না সুদঘুষের সাথে হবে? যে মুসলিম মিথ্যা কথা বলে, তার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে না মিথ্যার সাথে হবে?

যে মেয়ে লোকটিক সারা জীবন পর্দা করল না, বোরখা দেখে নাক ছিটকালো সে মেয়ে লোকটি কি ঈমানের সাথে মরবে, না বেপর্দার সাথে মরবে? যে মেয়ে লোকটি অশ্লীল পোশাক ব্যতীত অন্য কোনো পোশাক পরতো না, সেও যখন মারা যায়, সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, বেগানা কোনো লোককে দেখতে দেয়া হয় না। যে খাটে তাকে উঠানো হয় তাও আবার আলাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। পাঁচটা কাফনের কাপড় দিয়ে পর্দা করে লাশ কবরে রাখা হয়। এবার বলুন জীবিত অবস্থায় যে পর্দা করেনি, মৃত্যুর পর তাকে এত সতর্কতার সাথে পর্দা করানোর কি গুরুত্ব আছে? জিন্সের প্যান্ট এবং ফতুয়া পরায়ে তাকে কবরে রাখাই কি উপযুক্ত ছিলো না? যেহেতু সে জীবিত থাকতে এ ধরনের পোশাকই পরিধান করেছে।

মুসলিম মহিলাগণ মৃত্যুর পরে যেমন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত পোশাক পরবেন, মৃত্যুর পূর্বেও সেই আল্লাহর পছন্দনীয় পোশাকই পরতে হবে। যারা অশ্লীল পোশাক পরবে তাদের সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবীর পবিত্র যবানের বাণী :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رض قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ اَهْلِ النَّارِ لَمْ اَرَهُمَا قَوْمٌ مَّعَهُمْ سِيَاطٌ كَاَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ـ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُسُهُنَّ كَاَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ ـ لَايَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَايَجِدْنَ رِيْحَهَا وَاِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَّسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا ـ (مسلم)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : দুই শ্রেণীর জাহান্নামী, যাদের আত্মপ্রকাশ আমার জীবদ্দশায় ঘটেনি, ভবিষ্যতে ঘটবে। এক প্রকার– যারা গরুর লেজের ন্যায় চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। অর্থাৎ

www.amarboi.org

অত্যাচারী শাসক। ২য় প্রকার হলো– এমন নারী যারা পোশাক পরবে, অথচ উলঙ্গ থাকবে। তারা বেগানা পুরুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে এবং নিজেরাও বেগানা পুরুষের নিকট আকৃষ্ট হবে। তাদের মাথাগুলো হবে উটের হেলে পড়া কুঁজের মতো অর্থাৎ মাথায় কাপড় থাকবে না। এ প্রকারের মহিলাগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না। যদিও হাজার হাজার মাইল দূর থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।"

"কাপড় পরবে অথচ উলঙ্গ থাকবে" এর অর্থ কি? এর অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

১. তারা এমন সংক্ষিপ্ত কাপড় পরবে যে, নগ্নতা প্রকাশ পাবে।

২. তারা এত পাতলা কাপড় পরবে যে, তাদের শরীর দেখা যাবে।

৩. তাদের পোশাক এত টাইট হবে যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বের হয়ে যেতে চাইবে।

এ হাদীসের আলোকে বলা যায়, আমাদের পোশাক ঢিলেঢালা হওয়া, শালীন হওয়া প্রয়োজন এবং পাতলা কাপড়ের না হওয়া চাই। তবেই আমরা ঈমানী মৃত্যুর আশা করতে পারি।

৪. আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করা : আমাদের জানমালের প্রকৃত মালিক এক মাত্র আল্লাহ তা'আলা। আমরা কিছু দিনের জন্য এর আমানতদার মাত্র। কারও কাছে একটু বেশী সম্পদ আল্লাহ আমানত রেখেছেন, আমরা তাকে বলি ধনী বা বড়লোক। আর কারও কাছে কম সম্পদ আল্লাহ আমানত রেখেছেন, আমরা তাকে বলি গরীব লোক।

সম্পদ কম হোক আর বেশী হোক তা হালাল পথে আয় করতে হবে, আবার হালাল পথে ব্যয়ও করতে হবে। তা না হলে ঈমানী মৃত্যু আশা করা যায় না।

সূরা বাকারার ৩৭ নং রুকুর ২৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপাদন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর পথে খরচ করো। এরূপ হওয়া উচিৎ নয় যে, খোদার পথে খরচ করার জন্য তোমরা নিকৃষ্ট জিনিসগুলো বেছে নেবে। কেননা সে জিনিস যদি তোমাদেরকে দেয়া হয়, তোমরা তা কিছুতেই গ্রহণ করতে রাজী হবে না, উপেক্ষা প্রদর্শন ছাড়া। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নয়, তিনি সর্বোত্তম গুণে বিভূষিত।"

এ আয়াতে কারীমার দাবি হলো– সেরা জিনিস আল্লাহর জন্য। ছিঁড়া টাকাটা

www.amarboi.org

মসজিদের বাক্সে দেয়া ঈমানী বৈশিষ্ট্য নয়। যাকাত আদায় না করা ঈমানী বৈশিষ্ট্য নয়। যাকাতের কাপড় নাম দিয়ে নিম্নমানের আলাদা কাপড় তৈরী করা ঈমান বিরোধী কাজ। পঁচা তরকারী, পঁচা ভাত এগুলো গরীবকে দেয়া ঈমানের পরিচয় নয়। যারা আল্লাহর ব্যাপারে কৃপণ তারাই কেবল এমন কাজ করতে পারে।

আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে তিনি সূরা মুনাফিকূন-এর ১০ নং আয়াতে বলেন :

আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো– ঐ অবস্থার পূর্বে, যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে উপস্থিত হয় তখন সে বলতে থাকে "হে আমার রব! তুমি আমাকে আরও একটু অবকাশ দিলে না কেন? তাহলে আমি দান-সদকা করে নেক চরিত্রবান লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যেতাম।"

মৃত্যুর পূর্বেই দান-সদকার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে। মৃত্যুর মুহূর্তে দান-সদকার ব্যাপারে উপলব্ধি করে বান্দাহ আল্লাহর নিকট অবকাশও চাইবে। কিন্তু তা মঞ্জুর করা হবে না। তাই ঈমানী মৃত্যুর আশায় আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় অতি জরুরী কাজ।

৫. আল্লাহর পথে সময় ব্যয় করা : ঈমানের সাথে মৃত্যুর এটি অন্যতম আমল। আল্লাহর দেয়া হায়াত আল্লাহর দেয়া পদ্ধতিতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"বলুন, আমার নামায আমার কুরবানী, আমার বেঁচে থাকা, আমার মৃত্যু সব জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

এ আয়াতের আলোকে ভেবে দেখুন– আমাদের বেঁচে থাকাটা আল্লাহর জন্য হচ্ছে কিনা? বাস্তব চিত্র কি বলে? কারো বেঁচে থাকা শুধু সিনেমা বানানোর জন্য, কারো বেঁচে থাকা ঐ সিনেমার নায়ক-নায়িকা হিসেবে অভিনয় করার জন্য। কারো বেঁচে থাকা শুধু ঐ অভিনয় দেখে দেখে নষ্ট হওয়ার জন্য। কারো বেঁচে থাকা সিনেমা হল বানিয়ে পয়সা কামানোর জন্য। কারো বেঁচে থাকা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করার জন্য। এ ধরনের মানুষগুলোও যদি মারা যায়, আমরা তাদেরকেও কি সুন্দর করে জানাযা দিয়ে কাফন পরিয়ে "বিসমিল্লাহে ওয়া আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লাহ" বলে আল্লাহর নামে রাসূলের দলে উঠিয়ে দেই। যে ব্যক্তিটি

www.amarboi.org

সারা জীবন আল্লাহ এবং রাসূল (সা.)-এর উল্টো কাজ করেছে, এক মুহূর্তের জন্য অনুশোচনাও করেনি, মরার পর আল্লাহ ও রাসূল (সা.) তাঁকে কেন নেবেন?

রাসূল (সা.) বলেছেন– কোনো ব্যক্তি মারা গেলো, তার বন্ধু-বান্ধবরা তার কোনো ভাল কাজের সাক্ষী হতে পারলো না, তার জন্য আল্লাহর জাহান্নামে ওয়াজিব হয়ে যায়।

সিনেমার যে নায়িকা সারা জীবন দেহ প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই করলো না। হাজারো যুবক-যুবতী তার থেকে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা অবৈধ সম্পর্ক ছাড়া আর কি শিখলো? সে নারীও মারা যাওয়ার পর কি সুন্দর ইসলামী পদ্ধতিতে দাফন-কাফন করা হয়। জাতি তাদের জন্য গভীর শোক প্রকাশ করে। মৃত্যুর পরও তাদের রেখে যাওয়া কর্মগুলো প্রদর্শিত হতে থাকে। তারা জাতীয় সম্পদ হিসেবে গর্বিত হয়। এ রকম জাতি কীভাবে আল্লাহর রহমতের আশা করতে পারে? এ জাতীয় নামধারী মুসলমান কি করে ইসলামী সত্তার পরিচয় বহন করতে পারে? এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে ২৩ নং সূরার ৯৯-১০০ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ـ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلاَّ ـ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ـ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

"যখন তাদের কারো মৃত্যু এসে পৌছবে, তখন বলতে শুরু করবে, হে আমার রব! আমাকে সে দুনিয়ায় পুনরায় পাঠিয়ে দাও– যা আমি পিছনে ফেলে এসেছি। আশা আছে, আমি এখন নেক আমল করবো। (তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ পাক বলেছেন)

কখনো নয়, এতো তাদের একটি কথা মাত্র যা তারা বলতেছে। এখন এসব মরে যাওয়া লোকদের পিছনে একটি বরযখ অন্তরায় হয়ে আছে পরবর্তী জীবনের দিন পর্যন্ত।

প্রিয় পাঠক! আমরা যেন এ ধরনের বান্দাহ্ না হই। সেজন্য আসুন আল্লাহর দেয়া হায়াত তাঁর পথে খরচ করি। নবী করীম (সা.) বলেছেন :

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

www.amarboi.org

لَاتَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ حَتّٰى يُسْئَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ ـ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَّالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ ـ (ترمذى)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আদম সন্তান বিচারের দিন এক কদমও অগ্রসর হতে পারবে না। প্রশ্নগুলো হলো :

১. তোমার জীবন কোন্ পথে কাটিয়েছ?

২. তোমার যৌবনকাল কোন্ পথে কাটিয়েছ?

৩. ধন-সম্পদ কোন্ পথে কামিয়েছ?

৪. ধন-সম্পদ কোন্ পথে খরচ করেছ?

৫. যে পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করেছ, সে অনুযায়ী আমল করেছ কিনা?

উক্ত হাদীসের আলোকে আমাদের হায়াত আল্লাহর পথে ব্যয় করার মাধ্যমে ঈমানী মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৬. হকদারের হক ও ঋণ আদায় করা : মানুষের অধিকার আদায় করতে হবে। এটা হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হক। এটা যার প্রাপ্য কেবল সেই মাফ করতে পারে। আল্লাহ নিজের হক মাফ করতে পারেন, অন্যের হক মাফ করেন না। কারো ঋণ থাকলে তাও আদায় করা। নবী করীম (সা.) বলেছেন, ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত মু'মিন ব্যক্তির রূহ ঋণের সাথে ঝুলন্ত থাকে।

অন্য এক হাদীসে এমন বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে গরীব, যে পাহাড় পরিমাণ নেক আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উঠবে কিন্তু পাহাড় পরিমাণ গুনাহ নিয়ে জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কিরামগণ জানতে চাইলেন, তা কিভাবে হবে? নবী করীম (সা.) বললেন– হকদারের হক এবং ঋণদাতাদের ঋণ বাবদ সব নেক আমল দিয়ে দেবে। তারপরও পাওনাদার শেষ হবে না। অবশেষে পাওনাদারদের গুনাহগুলো তার নিজের আমলনামায় নিতে নিতে পাহাড় পরিমাণ হয়ে যাবে। লোকটা জাহান্নামে যাবে। ১৭ নং সূরার ২৫ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন :

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ـ

www.amarboi.org

"নিকটাত্মীয়কে তাঁর অধিকার দিয়ে দাও। আর মিসকীন ও সম্বলহীন পথিককেও তার অধিকার দিয়ে দাও। তোমরা অপচয়, অপব্যয় করো না।

সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে– যারা নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত মোটামুটি আদায় করলেও "হাক্কুল ইবাদ" তথা বান্দার হক আদায় করার ব্যাপারে সতর্ক নয়। তাঁরা ঈমান নিয়ে মরতে পারবেন এমনটি জোর দিয়ে বলা যায় না।

যে কয়টি কারণে কবরের আযাব হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো ঋণ। আমাদের দেশে ঋণের বিষয়টি অনেকে গুরুত্ব দেন না। অথচ নবী করীম (সা.) কোনো জানাযায় গেলে সবকিছুর আগে ঋণের বিষয়টির খবর নিতেন, ঋণ আদায় না হলে, তিনি মৃতের জানাযা পড়তেন না।

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.)-এর কাছে যখনই কোনো লাশ জানাযার জন্য আনা হতো, তিনি তার কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না। তবে ঋণ আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেন। যদি বলা হত ঋণ আছে, তবে তার জানাযা পড়তেন না। আর যদি বলা হত ঋণ নেই, তবে পড়তেন।

একদিন এক লাশ জানাযার জন্য এলো। যখন রাসূল (সা.) নামায পড়ার জন্য দাঁড়াবেন, জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সাথীর উপর কোনো ঋণ আছে নাকি? লোকেরা বললো : দুই দিনার। তৎক্ষণাৎ রাসূল (সা.) সরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমাদের সাথীর জানাযা তোমরাই পড়।

হযরত আলী (রা.) বললেন : হে রাসূল (সা.)! ওর ঋণ আমি পরিশোধ করবো। ওকে ঋণ থেকে অব্যাহতি দিন। রাসূল (সা.) তৎক্ষণাৎ এগিয়ে এলেন এবং জানাযা পড়ালেন। তারপর হযরত আলীকে লক্ষ্য করে বললেন, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি যেমন তোমার ভাইকে বিপদমুক্ত করলে, তেমনি আল্লাহ তোমাকে বিপদমুক্ত করুক। কোনো ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে, সে ঋণের দায়ে আটক থাকে। যে ব্যক্তি কোনো মৃত ব্যক্তিকে দায়মুক্ত করে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন দায়মুক্ত করবেন। একজন বললো, এটা কি শুধু হযরত আলীর জন্য, না সকল মুসলমানের জন্য? রাসূল (সা.) বললেন– সকল মুসলমানের জন্য। (দার কুতনী)

এ হাদীসের আলোকে ঐসব ভাই-বোনদেরকে একটু চিন্তা করার আবেদন করছি, যারা আপন বোনের হক মেরে খেয়েছেন? মা-বাবাকে প্রতারণা করে অন্য ভাইবোনকে বঞ্চিত করেছেন। অথবা মা-বাবারা নিজের সন্তানদের মধ্যে অবিচার প্রতিষ্ঠিত করে, সব একজনকে লিখে দিয়েছেন অথবা বৈধ হকদারকে বঞ্চিত করে পালকপুত্র বা পালক মেয়েকে সব লিখে দিয়েছেন। আপনি নামায, রোযা, হাজ্জ

www.amarboi.org

যাই করছেন, তা দিয়ে কি নাজাত পেয়ে যাবেন? আপনার মৃত্যু কি ঈমানের সাথে হবে, এমন আশা করা যায়?

এরপর আরেকটি হাদীস লক্ষ্য করুন–

হযরত মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা.) যেখানে লাশ জানাযার জন্য রাখা হয়, সেখানে বসেছিলেন। তিনি আকাশের দিকে মাথা উঠালেন তারপর দৃষ্টি নীচে নামালেন এবং নিজের হাত কপালের উপর রেখে বললেন, "সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্ কত কড়া নির্দেশ নাযিল হয়েছে।"

আমরা সেদিনকার মতো চুপ থাকলাম। পরদিন সকালে রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম : কী কড়া হুকুম নাযিল হয়েছে? রাসূল (সা.) বললেন : ঋণ সম্পর্কে। আল্লাহর কসম, কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর পথে লড়াই করে শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, আবার শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, আবার শহীদ হয়, আবার জীবিত হয়, অতঃপর আবার শহীদ হয়, আর তার ঘাড়ে কোনো ঋণ থাকে, তবে সে তার ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না। (নাসাঈ, তাবরানী, হাকিম)

সবচেয়ে মর্যাদা সম্পন্ন মৃত্যু হলো শাহাদাতের মৃত্যু। এ মৃত্যুর এত ফযীলত যে শহীদের কোনো হিসাব হবে না। কুরআনুল কারীমে শহীদকে জীবিত বলা হয়েছে। অথচ এ হাদীসে বলা হয়েছে কোনো ব্যক্তি তিনবার জীবিত হয়ে যদি তিনবারও শহীদ হয়, তার ঘাড়ে অন্যের হক তথা ঋণ থাকলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। তাহলে আমরা কিভাবে যাবো?

প্রিয় ভাই-বোনেরা! মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে আমরা যেন তার পাওনা আদায় করে দিয়ে, পরকালের বাধাগুলো অতিক্রমে তাকে সহায়তা করি। সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর নিজেরাও যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকি, তবে ওয়ারিশদেরকে পূর্বেই বলে রাখি যেন আমি মরে গেলে আমার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে দেয়।

৭. মা-বাবার হক আদায় করা : যে ব্যক্তি ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে চান, তিনি যেন তার মা-বাবার হক আদায় করেন। মা, বাবা যদি বৈধ পাওনা থেকে বঞ্চিত হন, আর সন্তানের উপর নারাজ থাকেন, তাহলে আল্লাহও তার উপর বেজার হয়ে যান, সন্তান নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত যাই আদায় করুক না কেন, মা-বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করলে সব বিফলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

www.amarboi.org

আলকামা (রা.) নামক এক সাহাবী মৃত্যু শয্যায় কালিমা পড়তে পারছিলেন না। নবীজি খবর নিয়ে দেখলেন তার মা তার উপর নারাজ। রাসূল (সা.)-এর অনুরোধে তার 'মা' তাকে মাফ করে দিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি কালেমা শরীফ পাঠ করা শুরু করলেন। মহান আল্লাহ পাক ১৭ নং সূরার ২৩ নং আয়াতে বলেছেন :

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا.

"তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করবে না। পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের কোনো একজন কিংবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে উহ্ পর্যন্ত বলবে না। তাদের ভর্ৎসনা করবে না বরং তাদের সাথে মর্যাদ সহকারে সুন্দর ভাষায় কথা বলবে।

আমাদের প্রিয়নবী বলেছেন– মা-বাবাই তোমার জান্নাত, মা-বাবাই তোমার জাহান্নাম। পিতামাতা আল্লাহর হুকুম বিরোধী কোনো আদেশ দিলে তা মানা যাবে না। তবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে তারা যদি অন্যায় কিছু করেন, তবে তাঁরাও গুনাহগার হবেন, কিন্তু এ অজুহাতে ছেলেমেয়েরা তাদের উপর যুলুম করতে পারবে না। মা-বাবার উপর কর্তব্য হলো, তারা যেন সন্তানদের সাথে সমান আচরণ করেন, সন্তানরাও যেন পিতামাতার প্রতি সমানভাবে দায়িত্ব পালন করে।

৮. জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মানার চেষ্টা করা : কোনো মুসলিম যদি ঈমানী মৃত্যু কামনা করেন, তবে তাকে উক্ত কাজটি দ্বীনি অনুভূতিসহকারে ঈমানী জযবা নিয়ে করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের ২ নং সূরার ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰٓى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ـ

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান, কিছু অংশ অমান্য করো? জেনে

www.amarboi.org

রেখো! তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ আচরণ করবে, তাদের শাস্তি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবে আর পরকালে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। তোমাদের কৃত কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ মোটেই বেখবর নন।

এ আয়াতের আলোকে দ্বীনের পুরোপুরি অনুসরণ জরুরী। আংশিক অনুসরণ নাজাতের কারণ হবে না।

সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে সূরা বাকারা ২০৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপেই ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করো। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে– এসব লোকগুলো কি খোদার বিধান পরিত্যাগ করে অন্য কিছু গ্রহণ করতে চায়? অথচ আকাশ এবং পৃথিবীর সবকিছুই ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁর নির্দেশের অধীন হয়ে আছে। আর মূলতঃ আল্লাহর কাছেই সকলকে যেতে হবে।

একই সূরার ৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে– আল্লাহর বিধান ইসলাম ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোনো বিধান অবলম্বন করতে চায়, তার সে বিধান একেবারেই কবুল করা হবে না।

অতএব যে ব্যক্তি ঈমানসহ মৃত্যু কামনা করেন তাঁকে এ আমলটিও গুরুত্বসহ করতে হবে।

৯. সকল গুনাহ থেকে তাওবা করা : ঈমানসহ মৃত্যুর জন্য তাওবা করা জরুরী। তাওবা অর্থ– অতীতের অপরাধের জন্য অনুশোচনা করা, আর ভবিষ্যতে অপরাধ না করার ওয়াদা করা। এ ধরনের তাওবা মু'মিনকে একেবারেই বেগুনাহ বানিয়ে দেয়। আমাদের দেশে কখনো কখনো দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলে হুজুর ডেকে এনে তাওবা পড়ানো হয়। এটা তাওবার উপযুক্ত সময় নয়। এতে তাওবার হক আদায় হয় না। নিয়ম অনুযায়ী এটা তাওবার মধ্যে পড়ে না।

তাওবা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআন শরীফের ৪ নং সূরার ১৮ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন : "তাদের জন্য তাওবার সুযোগ নেই যারা অব্যাহতভাবে পাপ কাজ করতে থাকে। এ অবস্থায় যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, এখন আমি তাওবা করলাম। এমনিভাবে তাদের জন্যও তাওবা নেই। এসব লোকদের জন্য আমি কঠিন শাস্তি রেখে দিয়েছি।"

www.amarboi.org

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হলো, তাওবা করতে হবে সুস্থ, সবল অবস্থায়। যখন তার পাপ করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু তাওবার কারণে সে পাপ থেকে দূরে থাকবে। মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তি তো পাপ করার সুযোগই নেই। অনেকে তাওবার বাক্যগুলোও উচ্চারণ করার ক্ষমতা রাখে না। তাই এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে আমাদের এখনই তাওবা করা উচিত।

তাওবা প্রসঙ্গে– * ৪ নং সূরার ১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে : জেনে রেখো, তাদেরই তাওবা খোদার নিকট গৃহীত হওয়ার অধিকার লাভ করতে পারে, যারা অজ্ঞতার কারণে কোনো অন্যায় কাজ করে বসে, আর অবিলম্বে তাওবা করে নেয়। এসব লোকদের প্রতি আল্লাহ পুনরায় রহমতের দৃষ্টি ফিরায়ে থাকেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ এবং সুবিজ্ঞ বুদ্ধিমান।

* ৬ নং সূরার ৫৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"তোমাদের মধ্যে অজ্ঞতাবশতঃ কেউ কোনো অন্যায় কাজ করে বসলে সে যদি পরে তাওবা করে ও সংশোধন করে, তবে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন এবং তার সাথে নরম ব্যবহার করেন।"

* ৫ নং সূরার ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

যে ব্যক্তি যুলুম করার পর তাওবা করবে ও নিজেকে সংশোধন করে নেবে, খোদার রহমতের দৃষ্টি তার দিকে ফিরে আসবে। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহপরায়ণ।

বারবার তাওবা করার পর বারবার তাওবা ভঙ্গ করলে সেটাও তাওবা হয় না। তাই একবার তাওবা করার পর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যেন এর উপর টিকে থাকা যায়। তাওবার দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা রয়েছে। তাওবা করার মাধ্যমে আমাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যুর জন্য তৈরী থাকতে হবে।

১০. হালাল খাদ্য গ্রহণ করা–

ঈমানী মৃত্যুর এটি সর্বশেষ আমল। হালাল খাদ্য ব্যতীত ইবাদত কবুল হয় না। আর ইবাদত কবুল না হলে ঈমানের সাথে মৃত্যুর আশাও করা যায় না।

* এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ৫ নং সূরার ৮৮ নং আয়াতে বলেছেন :

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلاً طَيِّبًا ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ -

www.amarboi.org

"যা কিছু হালাল ও পবিত্র রিযিক আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দান করেছেন তা খাও, পান করো এবং সে খোদার নাফরমানী হতে দূরে থাক, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো।"

* ২ নং সূরার ১৬৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

يَا اَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا ـ وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ـ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

"হে মানুষ! জমিনে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু রয়েছে তা খাও। আর শয়তানের দেখানো পথে চলো না। সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

কোন্ জিনিস হালাল আর কোন্ জিনিস হারাম তাও আল্লাহ তা'আলাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মানুষ হালাল ও হারামের সীমা রচনা করতে পারবে না। আবার লঙ্ঘনও করতে পারবে না।

* এ প্রসঙ্গে ১০ নং সূরার ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

"হে নবী! তাদের বল" তোমরা কি কখনো এ চিন্তা করে দেখেছ যে, যে রিযক আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন, তা থেকে তোমরা নিজেরাই কোন্‌টিকে হালাল ও কোন্‌টিকে হারাম করে নিয়েছ। তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন? না তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছ?

একই কথা ১৬ নং সূরার ১১৬ নং আয়াতেও বলা হয়েছে।

* রাসূল (সা.) বলেছেন– হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয়, আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্য সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতে বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি হারাম সম্পদ রেখে মারা যায়, তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। [মিশকাত]

এ হাদীসের আলোকে প্রমাণ হলো, হারাম পথে অর্জিত সম্পদ মৃত্যুর পূর্বেই মালিকানা থেকে বের করে দিতে হবে। হারাম মাল মালিকানায় রেখে তাওবা করলে, সে তাওবাও কবুল হয় না।

হারাম নির্মূল করে হালাল প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও প্রচেষ্টা থাকতে হবে। শুধু ওয়াজ, মাহফিল, বয়ান, দাওয়াতের দ্বারা তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যেমন একটি হারাম হলো 'সুদ'। রাসূল (সা.) বলেছেন– "নিশ্চয়ই সুদখোর, সুদ প্রদানকারী, সুদী কারবারের সাক্ষী, সুদের চুক্তি লিখককে অভিশাপ।" (বুখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

রাসূল (সা.) আরও বলেছেন– যে ব্যক্তি জেনে-শুনে সুদের একটি টাকা খায়, তার এই অপরাধ ছত্রিশবার যিনার চেয়েও কঠিন। (মুসনাদে আহ্‌মদ)

এবার চিন্তা করুন, যে সুদের হাজার টাকা খায় তার গুনাহ্ কত যিনার সমান? এত যিনাতো পতিতারাও করতে পারে না। তাহলে বুঝা গেল– সুদখোর পতিতার চেয়েও নিকৃষ্ট।

এ সুদের বিরুদ্ধে অনেক বড় বড় পীর বুযুর্গরা ওয়াজ করতে করতে জীবন শেষ করলেন। মসজিদের ইমাম ও খতিবগণও এর বিরুদ্ধে ওয়াজ করতে কৃপণতা করেন না। তারপরও সুদ যায় না কেন? জবাব হলো– যে জিনিস আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থাকে, তা কখনো ওয়াজের দ্বারা যায় না। এজন্যই ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে আইনের মাধ্যমে। আর নিয়মতান্ত্রিক পথে জনগণকে দ্বীন বুঝানোর মাধ্যমে ইসলাম যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে হালাল প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তবে আশা করা যায় আমি ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করতে পারবো।

ঈমানী মৃত্যুর দৃশ্য

একবার প্রিয়নবী (সা.) একজন আনসারী সাহাবীর নিকট মৃত্যুর ফেরেশতাকে দেখেন। তখন তিনি বলেন, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! আমার এ সাথীর উপর রহম করুন। তিনি মোমেন বান্দাহ। মৃত্যুর ফেরেশতা জবাব দেন, আপনি সন্তুষ্ট থাকুন এবং নিজ চোখকে শীতল রাখুন। জেনে রাখুন আমি প্রত্যেক মুমিনের সাথে ভাল ব্যবহার করে থাকি। আমি যখন আদম সন্তানের রূহ হরণ করি, তখন তার পরিবারের কেউ চিৎকার করলে আমি ঐ রূহসহ তার ঘরে অপেক্ষা করি এবং বলি, এ চিৎকারকারীর কি হলো? আল্লাহর কসম, আমরা কোনো যুলুম অত্যাচার করিনি। নির্দিষ্ট সময়ের আগে তার রূহ হরণ করিনি এবং তাকদীরের লেখার চেয়ে তাড়াহুড়া করিনি।

রাসূল (সা.) আরও ইরশাদ করেন, যখন মু'মিন বান্দার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হয়, তখন রহমতের ফেরেশতাগণ সাদা রেশমী কাপড়সহ এসে রূহকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহর দিকে সন্তুষ্টির সাথে বের হও। তিনিও তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন। রহমতের ফেরেশতারা জান্নাতী সাজে-সজ্জিত হয়ে আসবে। সুগন্ধিযুক্ত পোশাক এবং রুমাল থাকবে তাদের সাথে। জান্নাতী রুমাল মুমূর্ষ ব্যক্তির মুখের নিকট রাখবে। জান্নাতী সুগন্ধে হাসতে হাসতে তার রূহ বের হবে। আর বদ আমলকারীর মৃত্যু নেক আমলকারীর মৃত্যুর পুরো বিপরীত হবে।

www.amarboi.org

রূহ চলে গেলে কি করতে হবে

০ প্রথমে এই দু'আ পড়তে হবে–

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ـ

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য আর আল্লাহর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

০ হাত-পা সোজা করে চক্ষু বন্ধ করে দেয়া।

০ মুখ যেন হা করে না থাকে, সেজন্য এক টুকরা কাপড় দিয়ে চিবুক ও মাথার সাথে বেঁধে দেয়া।

০ সারা শরীর এক টুকরা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া।

০ চেহারা কেবলামুখী করে দেয়া।

০ নাপাক ব্যক্তি লাশের কাছে না যাওয়া।

০ গোসল দেয়ার পূর্বে মৃতের নিকট কুরআন শরীফ না পড়া।

০ চোখ এবং মুখ বন্ধ করার সময় এই দু'আ পড়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

মৃত ব্যক্তির গোসলের নিয়ম

০ গোসল দেয়া ফরযে কিফায়া।

০ যে খাটে গোসল দেয়া হবে, তা পবিত্র করে নেয়া।

০ আতর গোলাপ দিয়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে সে খাটে মৃত ব্যক্তিকে রাখা।

০ গোসলের পানি যাতে না গড়ায় সেজন্য একটা গর্ত বা ড্রেন করে নেয়া।

০ কেবল হাঁটু থেকে নাভী পর্যন্ত একখানা কাপড় রেখে বাকী সব কাপড় খুলে ফেলা। নাকে এবং কানে তুলা দিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে দেয়া।

০ নিয়মমত অযু করানো।

০ হাতে কাপড় পেছিয়ে লজ্জাস্থান ধৌত করা।

০ অযু করাতে হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কুলি করা ও নাকে পানি দিতে হবে না।

www.amarboi.org

০ হায়েয ও নেফাছ অবস্থায় বা অন্য কারণে নাপাকী অবস্থায় মারা গেলে, তুলা বা নেকড়া ভিজিয়ে মুখের ও নাকের ভিতর পরিষ্কার করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

০ অযু করাতে প্রথম মুখমণ্ডল তিনবার ধোয়াবে। পরে ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার, বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধোয়াবে। তারপর মাথা মাসেহ করাবে, তারপর ডান ও বাম পা তিন তিন বার করে ধোয়াবে।

০ এভাবে অযু শেষ হওয়ার পর মৃত ব্যক্তির মাথা ও দাঁড়ি সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করবে। তারপর মৃতকে বাম কাতে শোয়ায়ে তার ডান পার্শ্বের শরীরের উপর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি তিনবার অথবা ৫ বার ঢেলে পরিষ্কার করবে। বরই পাতা পাওয়া না গেলে স্বাভাবিক গরম পানি হলেও চলবে।

০ তারপর ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বের শরীরে একই নিয়মে ৩ বার অথবা ৫ বার পানি ঢেলে পরিষ্কার করে ধোয়াবে।

০ তারপর মৃতকে বসায়ে আস্তে আস্তে পেটে মালিশ করবে। যদি পেট হতে পায়খানার রাস্তা দিয়ে ময়লা বের হয়, তবে তা নেকড়া দিয়ে ভাল করে মুছে এবং পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু পুনরায় অযু গোসল করাতে হবে না।

০ তারপর মৃতকে বাম কাতে শোয়ায়ে ডান পার্শ্বের সমস্ত শরীরে মাথা হতে পা পর্যন্ত সুগন্ধি মিশ্রিত কাপুরের পানি তিনবার ঢালবে।

০ আবার ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্বেও একই নিয়মে তিনবার পানি ঢালবে। এভাবে গোসলের পর একখানা পাক পবিত্র শুকনা কাপড় দিয়ে সমস্ত শরীর মুছিয়ে কাফন পরাবে।

মৃত ব্যক্তির কাফনের বর্ণনা

০ পুরুষ হলে তিন কাপড় দেয়া সুন্নাত। যথা : ১. ইযার ২. কোর্তা ৩. চাদর

০ মেয়ে লোক হলে ৫ কাপড় দেয়া সুন্নাত। যথা : ১. ইযার ২. কোর্তা বা জামা ৩. ছেরবন্দ ৪. চাদর ৫. ছিনাবন্দ

০ ইযার– এটি মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হবে।

০ চাদর– এটি ইযার থেকে ১ হাত বড় হবে।

০ কোর্তা বা জামা– গলা থেকে পা পর্যন্ত হবে।

– কোর্তার কল্লি বা আস্তিন থাকবে না, শুধু মাঝখান দিয়ে কিছু ফেঁড়ে মাথা ঢুকিয়ে দিতে হবে।

www.amarboi.org

০ ছেরবন্দ– এটি ১২ গিরা প্রস্থ এবং তিন হাত লম্বা হবে। মৃতের সাইজ অনুসারে কাপড়ের সাইজ বড়-ছোট হতে পারে।

০ ছিনাবন্দ– প্রস্থে কানের নীচ থেকে হাঁটুর উপর পর্যন্ত দেয়া উত্তম এবং লম্বায় এতটুকু হতে হবে যেন বাঁধা যায়।

০ কোনো সমস্যা থাকলে পুরুষের জন্য দুই কাপড় যথা- ইযার ও চাদর এবং মেয়েলোকের জন্য তিন কাপড় যথা- ইযার, চাদর, ছেরবন্দ দিয়েও কাফন দেয়া যায়। তবে তা সুন্নতের খেলাফ হয়।

কাফন পরানোর পদ্ধতি

১. কাফন পরানোর পূর্বে ৩ বার বা ৫ বার বা ৭ বার সুগন্ধির ছিটা দেয়া বা আগরবাতির ধুনি দেয়া উত্তম।

২. প্রথমে চাদর বা লেফাফা বিছাবে।

৩. তারপর এর উপর ইযার বা তহবন্দ বিছাবে।

৪. অতঃপর কোর্তা বা জামার অর্ধেকটা বিছাবে আর বাকী অর্ধেকটা মাথার পিছনের দিকে গুছিয়ে রাখবে।

৫. তারপর মৃতকে ধীরে ধীরে চিৎকরে শোয়াবে। শরীরে বিশেষ করে সেজদার জায়গাসমূহে যথা- কপাল, নাক, হাত, হাটু ও পায়ে কাফুর লাগবে।

৬. অতঃপর জামার বাকী অর্ধাংশ উপর হতে টেনে বুকের উপর দিয়ে নীচের দিকে টেনে দেবে।

৭. তারপর ইযার বামদিকে হতে টেনে শরীরের উপর রেখে, পরে ডানদিক হতে টেনে এমনভাবে রাখবে যেন ডানদিকটা বাম দিকের উপর থাকে।

৮. এমনিভাবে চাদর বা লেফাফা ও ইযারের উপর রাখবে।

৯. তারপর পায়ের দিক, মাথার দিক ও মধ্যখানে ফিতা বা সুতা দিয়ে বেঁধে দেবে যেন কাফন ছুটে না যায়। এ নিয়ম হলো পুরুষের জন্য।

১০. মহিলাদের জন্য এমনিভাবে চাদর বা লেফাফা, ইযার ও জামার অর্ধাংশ বিছিয়ে মৃতকে ধীরে ধীরে চিৎকরে শোয়ায়ে জামার অর্ধাংশ মাথার উপর দিয়ে টেনে বুকের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে নামাবে।

১১. তারপর পূর্বের নিয়মে সুগন্ধি লাগিয়ে মাথার চুলকে দু'ভাগে ভাগ করে ডান দিকের ভাগ ডান কাঁধের উপর বাম দিকের ভাগ বাম কাঁধের উপর দিয়ে বুকের উপর রাখবে।

www.amarboi.org

১২. তারপর ছেরবন্দ বা টুপির উড়নীকে পিঠের নীচে একমাথা গুছে আর এক মাথা মৃতের মাথার উপর দিয়ে টেনে কপাল ও নাক মুখ ঢেকে ছিনার উপর দিয়ে চুল ঢেকে দেবে।

১৩. তারপর পূর্ব নিয়মে ইযার ও লেফাফাকে বাম দিকের উপর ডান দিকেরটা টেনে দেবে।

১৪. ছিনাবন্দ সকল কাফনের উপরে ছিনা হতে উরু পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে দুই দিকে ও মাঝখানে সুতা দিয়ে বেঁধে দেবে যেন কাফন ছুটে না যায়। ছিনাবন্দ জামার উপরে ছেরবন্দের পরও পেছিয়ে দেয়া জায়েয আছে।

১৫. লাশের উপর সব সময় একখানা কাপড় রাখবে। কোনো অবস্থাতে উলঙ্গ করবে না।

১৬. কাফনের মধ্যে অথবা কবরের মধ্যে কোনো দু'আ কালাম লিখে দেয়া জায়েয নেই। তবে খালি আঙ্গুলে কালেমা শরীফ, বিসমিল্লা শরীফ লেখা অথবা ক্বাবা শরীফের গিলাফ বরকতের জন্য দেয়া জায়েয আছে।

আরও কয়েকটি জরুরী মাসআলা

১. সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা গেলে নাম রাখতে হবে। যথানিয়মে জানাযা ও কাফন দিয়ে দাফন করতে হবে।

২. শিশু মৃত অবস্থায় প্রসব হলে তারও নাম রাখতে হবে গোসল দিতে হবে। কিন্তু জানাযা লাগবে না। একখানা কাপড় দিয়ে দাফন করলেই চলবে।

৩. অকালে গর্ভপাত হলে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পায় তবে গোসল জানাযা কাফন দিতে হবে না। কেবল একখানা কাপড় পেছিয়ে মাটি দিয়ে দেবে। যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তবে গোসল দিতে হবে, নাম রাখতে হবে, জানাযা ও কাফন লাগবে না। একখানা কাপড় পেছিয়ে মাটি দিবে।

৪. কোনো সন্তান যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে মারা যায়, তবে তার কাফন-দাফন প্রাপ্ত বয়স্কের নিয়ম অনুযায়ী হবে।

৫. ছোট বাচ্চাকে মেয়েলোক অথবা পুরুষ যে কেউ গোসল করাতে পারে। কাফনের কাপড় সামর্থ্য থাকলে ৩ কাপড় অথবা ৫ কাপড় পরাবে। সামর্থ্য না থাকলে কম দিলেও ক্ষতি নেই।

৬. কোথাও যদি মৃত লোকের কোনো অঙ্গ যথা- মাথা, হাত, পা অথবা মাথা

www.amarboi.org

ছাড়া শরীরের অর্ধেক পাওয়া যায় তবে তা শুধু একটা কাপড় দিয়ে পেছিয়ে মাটি দিলেই চলবে। যদি মাথাসহ অর্ধেক পাওয়া যায় অথবা মাথা ব্যতীত দেহের অর্ধেকের বেশী পাওয়া যায়, তবে নিয়মমত গোসল ও কাফন দিতে হবে।

৭. কোথাও কবর খুঁড়ে যদি লাশ পাওয়া যায় এবং লাশ না পঁচে থাকে, কাফন যদি লাশের গায়ে না থাকে, তবে নিয়মমত তাকে কাফন পরিয়ে দেবে। লাশ পঁচে গেলে, তার উপরে একখানা কাপড় দিয়ে ঢাকনা দিয়ে মাটি দিয়ে দেবে।

৮. মৃতের ওয়ালী ব্যতীত অন্যের অনুমতিতে কেউ জানাযা পড়ালে ওয়ালী ইচ্ছা করলে আবার জানাযা পড়াতে পারে। কিন্তু ওয়ালী জানাযা পড়ে ফেললে অন্য কেউ পড়তে পারবে না।

মৃতের প্রশংসার ফযীলত

রাসূল (সা.) এবং সাহাবীগণের কাছ দিয়ে একদিন একটি জানাযা যাচ্ছিল। নবীজি জানতে চাইলেন লোকটার আমল কেমন ছিলো? সবাই তার ভাল কাজের কথা সাক্ষী দিচ্ছিল। নবী করীম (সা.) বললেন– ওয়াজিব হয়ে গেছে। সাহাবীগণ জানতে চাইলেন কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? আল্লাহর নবী (সা.) বললেন– যার সাথীরা তার ভাল কাজের সাক্ষী দেয়, তার উপর আল্লাহর জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

এর কিছুকাল পর আরেকটি জানাযা তাঁদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। নবী করীম (সা.) তার আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে সবাই তার খারাপ কাজের সাক্ষী দিচ্ছিল। নবী করীম (সা.) বললেন– যার সাথীরা তার খারাপ কাজের সাক্ষী হয়, তার উপর আল্লাহর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

আমাদের দেশে কখনো দেখা যায় লাশ সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করা হয় লোকটি কেমন ছিলো? সবাই বলে– ভাল ছিলো। এ কাজটি অপ্রয়োজনীয় কাজ। কুরআন হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। উপরের হাদীসে একজন মু'মিনের জীবনের বাস্তব চিত্রটি ফুটে উঠেছে। এ ধরনের কোনো জিজ্ঞাসার পক্ষে উক্ত হাদীস দলীল নয়।

জানাযার তাৎপর্য

আমাদের জীবনের আযান, ইকামত হয়ে গেছে জন্মের পরপরই। শুধু জামাত বাকী আছে। আর তা হলো জানাযা। জানাযা হলো মৃতের জন্য জীবিতদের দু'আ।

www.amarboi.org

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন– যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে শরীক হবে, আল্লাহ তাকে ওহুদ পাহাড় সমান সাওয়াব দান করবেন।

আর যে ব্যক্তি জানাযার পর দাফন কার্যে শরীক হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ২টি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সাওয়াব দান করবেন (বুখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সা.) আরও বলেছেন আল্লাহর সাথে শরীক করেনি, এমন ৪০ জন মুসলমান কোনো মৃতের জানাযার শরীক হলে, আল্লাহ পাক তাদের বরকতে মৃতকে ক্ষমা করে দেন। (মুসলিম)

জানাযা তাড়াতাড়ি করা

এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) বলেছেন :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ تَكُ سَوَاءٍ ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهٗ عَنْ رِّقَابِكُمْ ـ

"তোমরা জানাযাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল। কারণ সে যদি পুণ্যবান হয় তাহলে সে উত্তম ব্যক্তি। তোমরা তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ। আর সে অন্যকিছু হয়ে থাকলে, সে একটি "আপদ" তাড়াতাড়ি তাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে দাও।" (বুখারী)

অন্য হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেন :

إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَاِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوْنِىْ وَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِاَهْلِهَا يٰاوَيْلَهَا اَيْنَ تَذْهَبُوْنَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْئٍ اِلَّا الْاِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الْاِنْسَانُ لَصَعِقَ ـ (بخارى)

"মৃতকে খাটে রেখে যখন লোকেরা কাঁধে উঠায়ে নেয়, যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে বলে, আমাকে তাড়াতাড়ি সামনে নিয়ে চল। আর যদি সে পুণ্যবান না হয়, তখন সে আপন পরিজনকে বলে, হায়! তোমরা এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? মানুষ ছাড়া প্রত্যেক বস্তুই তার সে চিৎকার শুনতে পায়, কিন্তু মানুষ যদি শুনত তাহলে বেহুঁশ হয়ে পড়তো।" (বুখারী)

www.amarboi.org

একাধিক লাশের জানাযা

০ কয়েকটি লাশ একত্রে আসলে পৃথক পৃথক জানাযা পড়াই উত্তম। তবে সবগুলো লাশের জানাযা এক সাথে আদায় করতে চাইলে লাশগুলো এমনভাবে রাখতে হবে, যেন ইমাম প্রত্যেকটির ছিনা বরাবর দাঁড়াতে পারে।

০ যদি পুরুষ, নারী, নাবালিগ, নাবালিগা এরকম কয়েকটি লাশ এক সাথে আসে, তবে প্রথমে পুরুষ, তারপর নাবালেগ ছেলে তারপর নারী এবং সর্বশেষ নাবালিগা নারীর লাশ রাখবে।

০ জানাযার জামাত শুরু হওয়ার পর যদি কেউ আসে, তবে কাতারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে। ইমাম যখন আর একবার তাকবীর বলবে, তখন সে তাকবীরে তাহরীমা করবে। ইমাম শেষ তাকবীরের পর সালাম ফিরালে– ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো নিজে নিজে আদায় করে সালাম ফিরাবে।

০ জানাযার লাশের পিছনে পিছনে যাওয়া মুস্তাহাব। কবরস্থানে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় কোনো কথা বলা মাকরূহ।

লাশ বহন করার নিয়ম

লাশ যদি ছোট বাচ্চা হয় তবে একজন তাকে দু'হাতে উঠিয়ে সোজা অবস্থায় নিয়ে যাবে। কষ্ট হলে হাত বদলাতে পারবে

প্রাপ্ত বয়স্কের লাশ হলে ৪ জন খাট কাঁধে করে নিয়ে যাবে। ডান কোণের ১ম ব্যক্তি ১০ কদম হাঁটার পর পিছনের ব্যক্তি তার জায়গায় আসবে এবং সে বাম কোণে যাবে ও বাম কোণের জন পিছনে যাবে, পিছনের জন তার ডানের খালি কোণে যাবে। এভাবে ২য় জন ১০ কদম, ৩য় জন ১০ কদম, ৪র্থ জন ১০ কদম, মোট ৪০ কদম হাঁটা মুস্তাহাব। হাদীসে এসেছে এতে ৪০টি গুনাহ মাফ হয়ে যায়। তারপর স্বাভাবিক গতিতে লাশ কবরের স্থানের দিকে নিয়ে যাবে। কবরের পশ্চিম দিকে খাট উত্তর দক্ষিণে রাখবে।

কবর দেয়ার নিয়ম

আমাদের মাটি নরম হওয়ার কারণে বেশীর ভাগ মানুষ সিন্দুকী কবর দিয়ে থাকে কবরের দৈর্ঘ্য লাশের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। গভীরতা কমপক্ষে লাশের অর্ধেক হওয়া চাই। কবর উত্তর দক্ষিণে লম্বা করে খুড়তে হয়।

০ কবরে ২ জন অথবা ৩ জন পরহেজগার লোক নামবে। ২ হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতের উপর লাশ নিয়ে–

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ـ

এই দু'আ পড়তে পড়তে আস্তে আস্তে লাশ কবরে রাখবে। ডান কাতে কেবলামুখী করে শোয়ানো সুন্নাত। সেজন্য মাথা ও পিঠের নীচে মাটি দিয়ে দিতে পারে। কাফনের বাঁধগুলো খুলে দিবে। লাশ মহিলা হলে– এমন লোক কবরে নামবে যারা মুহাররাম আত্মীয়। সেরূপ লোক পাওয়া না গেলে পরহেজগার বয়স্ক যে কোনো লোক নামতে পারে।

০ লাশ কবরে রাখার পর কবর থেকে যত মাটি উঠানো হয়েছে তা সব কবরের উপর দিবে। ঐ মাটিতে যদি কবর এক বিঘতের বেশীও উঁচু হয় অসুবিধে নেই। বিঘত খানেক উঁচু করে উটের পিঠের ন্যায় মাঝখানে উঁচু এবং দুইদিকে ঢালু করা মুস্তাহাব।

০ দাফন কাজে যারা উপস্থিত সকলেই কবরে তিন তিনবার মাটি দেয়া মুস্তাহাব। মাটি মাথার দিক থেকে উভয় হাতে দিবে। পা দিয়ে চেপে মাটি দেয়া নিষেধ। এতে মৃতের অসম্মান হয়। মাটি চাপা দেয়ার সময় নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে হয়–

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ـ

১ম মাটি দেয়ার সময় পড়বে–

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ـ اَللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ـ

তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে এই মাটি থেকে। হে আল্লাহ! তার দুই পার্শ্বের মাটি প্রশস্ত করে দাও।

২য় বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে–

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ـ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِهِ ـ

"এবং তোমাদেরকে সমাহিত করা হবে এই মাটিতে। হে আল্লাহ! আসমান থেকে রহমতের দরজাগুলো তার কবরের দিকে খুলে দাও।"

৩য় বার মাটি দেয়ার সময় পড়বে–

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ـ اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ ـ

"আবার এই মাটি থেকে তোমাদেরকে পরকালে উঠানো হবে। হে আল্লাহ! তুমি তাকে তোমার রহমত দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাও।"

www.amarboi.org

দাফন শেষে দু'আ

এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) বলেন :

عَنْ عُثْمَانَ رَضـ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ (ص) اِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ ثُمَّ سَلُوْا لَهُ بِالتَّثْبِيْتِ فَاِنَّهُ اَلْاٰنَ يُسْئَلُ ـ (ابو داود)

"হযরত ওসমান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– রাসূল (সা.) যখন কোনো লাশের দাফন করে অবসর নিতেন, সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত সকলকে বলতেন– তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত চাও। দু'আ করো যেন আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে ঈমানের উপর দৃঢ় রাখেন। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। (আবু দাউদ শরীফ)

তাই মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও মাগফিরাত করা এবং কিছু কুরআন শরীফ পড়ে ছাওয়াব বখশিশ দেয়া মুস্তাহাব

মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার ১ম তিন আয়াত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত পড়া মুস্তাহাব। মাটি দেয়ার পর কবরে পানি ছিটিয়ে দেয়া, কোনো তাজা কাঁটাযুক্ত ঢাল অথবা সরিষা বা কোনো বীজ ছিটিয়ে দেয়া মুস্তাহাব।

কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, কবরের ঘাস বা বৃক্ষ কাটা, কবর চুম্বন করা, কবরের মাটি দিয়ে শরীর মোছা, কবরে বাতি জ্বালানো, কবরে ফুল দেয়া, কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা, কবর লেপা, কবরের উপর পাকা ঘর তৈরী করা, কবর সিজদা করা, কবরকে কেন্দ্র করে কোনো অনুষ্ঠান করা হারাম।

দাফনের পর তালকীন

দাফনের পর মুর্দাকে এরূপ "তালকীন" করাও মুস্তাহাব, মুর্দার শিয়রে দাঁড়িয়ে তার মাতার নাম করে বলবে–

يَا فُلَانُ بْنُ فُلَانَةَ اُذْكُرِ الْعَهْدَ الَّتِىْ خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ ـ

www.amarboi.org

"হে অমুকের পুত্র অমুক, তুমি যে অঙ্গীকার ও কালেমায়ে শাহাদাতসহ দুনিয়া থেকে গিয়েছ তা স্মরণ করো। আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তিনি একক ও তাঁর কোনো শরীক নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

وَاَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ قُلْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْمُسْلِمِيْنَ اِخْوَانًا رَبِّىَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ (تعليق الصبيح)

"কিয়ামত নিশ্চয়ই হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা কবরে আছে, অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় উঠাবেন। তুমি বল– আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নবী ও রাসূল হিসেবে, কা'বাকে কেবলা হিসেবে, কুরআনকে ইমাম হিসেবে এবং মুসলমানদেরকে ভাই হিসেবে পেয়ে আমি খুশি হয়েছি। আল্লাহই আমার রব। তিনি ব্যতীত কোনো মা'বুদ নেই। তিনি মহান আরশেরও রব।

কবর যিয়ারত

কবর যিয়ারত অর্থ– কবর দেখে মৃত্যুর স্মরণকে অন্তরে প্রবেশ করিয়ে পার্থিব লোভ-লালসা, মায়ামোহ ও গুনাহের কার্যকলাপ ত্যাগ করে, পরকালের সম্বল নেক আমলের জন্য মনকে উদ্বুদ্ধ করা এবং কবরস্থ ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দু'আ করা।

কেবলমাত্র এ নিয়তে কবর যিয়ারত করা জায়েয ও সাওয়াবের কাজ। শুক্রবার দিন কবর যিয়ারত করা উত্তম কাজ। তবে যে কোনো দিনও করা যায়। যিয়ারতের নামে আমাদের দেশের অধিকাংশ মাজারগুলো শরীয়ত বিরোধী কাজের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। মাজারে শিরনী দেয়া, মাজারের নামে মানত করা, মাজারে সদকা দেয়া, মাজারে উরসের নামে ঢোল-তবলা, মদ-গাঁজার আসর বসানো হারাম, কবিরা গুনাহ। যথাসাধ্য সম্ভব মাজারে এগুলো বন্ধ করতে হবে।

কবরে সাওয়াল জাওয়াব

হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করে জীবিতরা যখন বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়, তখনই তার কবরে দুইজন ফেরেশতা আসে। তাকে উঠায়ে বসায়। তার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করে,

www.amarboi.org

مَنْ رَبُّكَ؟ - তোমার রব কে?

সে উত্তর দেয়- رَبِّىَ اللّٰهُ - আমার রব হলো আল্লাহ্।

তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করে,

وَمَا دِيْنُكَ؟ তোমার দ্বী কি?

সে জবাব দেয়- دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ - আমার দ্বীন হলো ইসলাম। তারপর তাকে প্রশ্ন করে-

مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ؟

"এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?

সে তখন উত্তর দেয়-

فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তখন ফেরেশতাগণ তাকে বলে- وَمَا يُدْرِيْكَ؟

তুমি কিভাবে সঠিক জবাব দিয়ে দিলে?

তখন সে বলে-

قَرَأْتُ كِتَابَ اللّٰهِ فَاٰمَنْتُ بِهٖ وَصَدَّقْتُ.

আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার উপর ঈমান এনেছি, তাকে আমি আমার আমলে সত্যে পরিণত করেছি।

রাসূল (সা.) বলেন, অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেন এই বলে-

اَنْ صَدَقَ عَبْدِىْ فَاَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَاَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوْا لَهٗ بَابًا اِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ -

"আমার বান্দা সত্য জবাব দিয়েছে। তার জন্য কবরে জান্নাতী বিছানা বিছিয়ে দাও। তাকে জান্নাতের পোশাক পরায়ে দাও। তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। অতঃপর তার জন্য একটি দরজা খোলা হয়।

* রাসূল (সা.) তারপর বলেন,

www.amarboi.org

فَيَأْتِيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِيْهَا مَدَّ بَصَرِهِ -

"ফলে তার কবরের দিকে জান্নাতের প্রশান্তিদায়ক মনোমুগ্ধকর হাওয়া ও সুগন্ধি আসতে থাকে। ঐ দরজা তার দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে দেয়া হয়।"

তারপর রাসূল (সা.) কাফেরের মৃত্যু প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন– তার রূহকে শরীরে ফিরায়ে আনা হয়। দুইজন ফেরেশতা এসে তাকে উঠায়ে বসায়। তারপর জিজ্ঞেস করে– তোমার রব কে? তখন সে উত্তর দেয় হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না।

তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার দ্বীন কি? সে উত্তর করে হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। তারপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই যে লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন– তিনি কে? সে পূর্বের মতোই জবাব দেয়।

অতঃপর আকাশ থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দেয়। সে মিথ্যা জবাব দিয়েছে। দুনিয়াতে রবের পরিচয়, ইসলাম ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওত সম্পর্কে প্রচার হয়েছিল। সে তা মানেনি।

তার জন্য জাহান্নামের একটা আগুনের বিছানা কবরে বিছিয়ে দাও। জাহান্নামের আগুনের পোশাক তাকে পরায়ে দাও। তার জন্য জাহান্নাম হতে একটি দরজা খুলে দাও। সুতরাং তা খুলে দেয়া হয়।

নবী করীম (সা.) বলেন : তারপর তার কবরের দিকে জাহান্নাম থেকে অগ্নিমিশ্রিত বাতাস আসতে থাকে। তার কবরকে এত সংকীর্ণ করে দেয়া হয়, যাতে তার একদিকের পাঁজরের হাঁড় অপরদিকের পাঁজরের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

তারপর তার কবরে একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে নিয়োগ করা হয়, যার সাথে একটা লোহার হাতুড়ি থাকে, যদি এ হাতুড়ি দিয়ে একটা পাহাড়কে আঘাত করা হয়, নিশ্চয় পাহাড় ধূলায় পরিণত হয়ে যাবে।

ফেরেশতা এ হাতুড়ি দ্বারা তাকে সজোরে আঘাত করবে। এতে সে এত ভয়ংকর চিৎকার করবে যে, ঐ চিৎকার মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমস্ত সৃষ্টি শুনতে পাবে। ঐ আঘাতে সে মাটিতে মিশে যায়। তারপর আবার পূর্ণাঙ্গ দেহ দেয়া হয়। এ অবস্থা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। (আহমদ, আবু দাউদ)

*** ৩টি প্রশ্নের তাৎপর্য :**

একজন মুমিন তার পুরো জীবন আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চালাবেন, এটাই ঈমানের দাবি। মৃত্যুর পর তাকে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্ন করার সুযোগ

www.amarboi.org

আছে। তা সত্ত্বেও কবরে এ তিনটি প্রশ্ন কেন করা হবে? এখন আমরা সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করবো। দেখা যাবে এ তিনটি প্রশ্নের মধ্যে মুমিনের পুরো জীবন চলে আসবে।

১ম প্রশ্ন : مَنْ رَبُّكَ - তোমার রব কে?

উত্তরটা অতি সহজ– اللّٰهُ। رَبِّىَ - আমার রব হলো আল্লাহ্। যিনি আল্লাহ্ তিনিই তো রব। তাহলে তোমার রব কে? এ প্রশ্নটা কেন করা হবে? এত সহজ প্রশ্নই বা কেন করা হবে? সবাই এ প্রশ্নের জবাব তো জানে।

"রব" কথাটা অতি পরিচিত হলেও এর অর্থটা এত ব্যাপক, যা আমাদের কাছে পরিচিত নয়। এ প্রশ্নের তাৎপর্য হলো এই যে, পৃথিবীর জীবন পরিচালনায় রুবুবিয়তের ব্যাপারটা তুমি কাকে মেনেছো? তা কবরে প্রথম প্রমাণ হবে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, এসব যিনি দিতে পারেন তিনি হলেন রব। যেমন– খাবার-দাবার, আইন-কানুন, আলো-বাতাস, আগুন-পানি, শিক্ষা-চিকিৎসা ইত্যাদি।

পৃথিবীতে আমাদেরকে প্রেরণ করার পূর্বে রূহের জগতে আল্লাহ্ পাক প্রশ্ন করেছিলেন– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ - আমি কি তোমাদের রব নই? قَالُوْا بَلٰى - সবাই বলেছিলাম– হ্যাঁ। আপনি আমাদের রব। দুনিয়ায় আসার পর আমরা তাঁকে রব মেনে জীবন যাপন করলে কবরে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো। আর অন্য কাউকে "রব" মানলে এ জবাব দেয়া যাবে না।

পবিত্র কুরআন শরীফে "রব" শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন– এক. প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় বস্তু সরবরাহকারী, তরবিয়ত ও ক্রমবিকাশদাতা।

দুই. জিম্মাদার, তত্ত্বাবধায়ক, দেখাশোনা এবং অবস্থার পরিবর্তন ও সংশোধনকারী।

তিন. যিনি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন।

চার. নেতা, সর্দার, যার আনুগত্য করা হয়। যার নির্দেশ চলে, যার কর্তৃত্ব স্বীকার করা হয়, হস্তক্ষেপ ও বল প্রয়োগের অধিকার আছে যার।

পাঁচ. মালিক-মুনিব।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় এসব অর্থেই 'রব' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে এসব অর্থে যদি 'রব' না মেনে থাকেন, তাহলে তিনি কিভাবে প্রথম প্রশ্নের জবাব দেবেন?

www.amarboi.org

যেমন : "রব" শব্দের একটি অর্থ– বিধানদাতা, হুকুমদাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। কোনো বান্দা যদি আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধান মেনে চলেন। নিজে বিধান তৈরী করেন। সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, একথা অস্বীকার করেন। তাহলে তিনি আল্লাহকে রব মেনেছেন, একথাটি বলা যায়? এ ব্যক্তি কবরে কি করে জবাব দেবে– رَبِّىَ اللّٰهُ সে তো তার কোনো কাজে আল্লাহকে রব মানেনি। তাহলে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে চাইলে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর বিধান কোন্‌টিই যেন লংঘন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

২য় প্রশ্ন : وَمَا دِيْنُكَ তোমার দ্বীন কি? সঠিক জবাব– دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ আমার দ্বীন হলো ইসলাম। প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলাম মেনে চলে। তাহলে এ প্রশ্ন করার কি তাৎপর্য?

دين শব্দের সঠিক অর্থ জানা এখানে প্রয়োজন। 'দ্বীন' শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন অর্থে এ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। নিম্নে 'দ্বীন' শব্দের চারটি অর্থ তুলে ধরা হলো।

এক. প্রতিদান, প্রতিফল, বদলা ইত্যাদি।

দুই. আনুগত্য, اطاعة বা হুকুম মেনে চলা।

তিন. আনুগত্য করার বিধান বা نظام اطاعة।

চার. আইন বা রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে আইনে চলে, সমাজ ব্যবস্থাও বুঝায়।

১ম অর্থ– প্রতিদান বা বদলা।

যেমন : পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে– مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ "প্রতিদান দিবসের মালিক।" সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে–

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ـ

"না তা নয়, বরং তোমরা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা মনে করো।"

২য় অর্থ– আনুগত্য, اطاعة বা হুকুম মেনে চলা। যেমন– সূরা আলে ইমরানের ৮৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ـ

"এরা কি আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া অন্য কিছু চায়? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবাই তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করছে।"

www.amarboi.org

এ আয়াতে দ্বীন শব্দটি আত্মসমর্পণ বা আনুগত্য অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৩য় অর্থে– আনুগত্যের বিধান। যেমন– সূরা আলে ইমরানের ১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ - "নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলামই আনুগত্যের বিধান।"

সূরা আলে ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে আরও বলা হয়েছে–

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ -

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য প্রকার আনুগত্যের বিধান চায়, তার থেকে সেটা গ্রহণ করা হবে না।"

এ দু'টি আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ হলো– এখানে দ্বীন অর্থ– আনুগত্যের বিধান। আর তা হলো– একমাত্র ইসলাম।

৪র্থ অর্থ– আইন, সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা। যেমন– সূরা মু'মিন-এর ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِىْ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ.

"ফিরাউন বললো, আমাকে ছাড়, আমি মূসাকে হত্যা করব। সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমি আশংকা করি যে, সে আমাদের আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা বদলিয়ে দেবে এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে।"

এ আয়াতে দ্বীন শব্দটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

মৃতকে কবরে যে প্রশ্ন করা হবে– وَمَا دِيْنُكَ؟ - তোমার দ্বীন কি ছিল? এ প্রশ্নে দ্বীন শব্দের অর্থ হবে– আইন-কানুন, আনুগত্য, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা।

সুতরাং দুনিয়ার জীবনে যে ব্যক্তি ইসলামী আইন-কানুন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি মেনে চলবে না, তার দ্বারা কবরে এ প্রশ্নের জবাবে– دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ "আমার দ্বীন ছিল ইসলাম" একথাটা তার জবান দিয়ে বের হবে না। তবে হ্যাঁ যে ব্যক্তি ইসলামী বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় রত থাকবে তার ব্যাপারটি আলাদা।

www.amarboi.org

৩য় প্রশ্ন : مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ. আমাদের প্রিয়নবী (সা.)-এর চেহারা দেখায়ে প্রশ্ন করা হবে, এই যে, লোকটি তোমাদের মধ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?

ঈমানের সাথে যার মৃত্যু হয়েছে সে উম্মত সঠিক জবাব দেবে– فَيَقُوْلُ هُوَ رَسُوْلُ اللّٰه صلعم. তিনিই আল্লাহর রাসূল (সা.)।

পূর্বের প্রশ্নে আমরা 'দ্বীন' শব্দের যে পরিচয় পেয়েছি, সে দ্বীন ইসলামকে মানব জাতির সকল দিক ও বিভাগের জন্য তৈরী করা হয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে যেন আল্লাহর সঠিক আনুগত্য করতে মানুষ পারে, সে উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাক নিজে ইসলামী জীবন বিধান রচনা করেছেন। এ বিধান সর্বকালের সব মানুষের জন্য উপযোগী বিধান।

আল্লাহর রচিত এ "দ্বীন" বা জীবন বিধানকে বাস্তব জীবনে কিভাবে পালন করা যায়, এ পদ্ধতি মানব জাতির নিকট পেশ করার জন্যই মুহাম্মদ (সা.)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা আহ্যাবের ২১ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ -

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শেষদিনের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তাদের জন্য রাসূল (সা.)-এর মধ্যে সুন্দরতম আদর্শ রয়েছে।"

অর্থাৎ অনুসরণের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জীবনের নমুনা রাসূল (সা.)-এর জীবনেই পাওয়া যায়।

যে কালেমা তাইয়্যেবা কবুল করার মাধ্যমে ইসলামে দাখিল হতে হয়, সে কালেমার মর্মার্থও তাই। ঐ কালেমা দ্বারা মূলতঃ মানব জীবনের মূলনীতিই ঘোষণা করা হয়েছে।

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه.

এ কালেমার ২য় অংশের মূল কথা হলো– আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের বাস্তব যে নমুনা রাসূল (সা.) দেখিয়ে গেছেন, একমাত্র সে নিয়মেই আমি আল্লাহর হুকুম

www.amarboi.org

মানবো। তিনি ছাড়া আর কারও কাছ থেকে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের নিয়ম গ্রহণ করবো না। আমাদের জীবনের প্রতিটি দিক দাসত্বের মধ্যে গণ্য। জীবনের সব ব্যাপারে রাসূল (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নেয়াই হলো কালেমার ২য় অংশের দাবি।

রাসূল (সা.) তার জীবনে যত কাজ করেছেন, সব রাসূল হিসেবেই করেছেন। মসজিদে ইমামতি করার সময় যেমন তিনি রাসূল ছিলেন, রাষ্ট্র পরিচালনার সময়ও তিনিই রাসূলই ছিলেন।

মুসলিম হওয়ার দাবিদার হয়েও যারা শুধু ধর্মীয় বিষয়ে রাসূলের আদর্শ মেনে চলেন। কিন্তু রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর বিপরীত লোকদের চরিত্র, আইন-কানুন মেনে চলেন, তারা মূলতঃ রাসূল (সা.)-এর বিপরীত কাজই করেন। কতক উম্মত এমনও আছেন, যারা রাসূল (সা.)-এর নেতৃত্ব মসজিদ ছাড়া আর কোথাও স্বীকারই করেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তারা পাকা দ্বীনদার হিসেবে সমাজে পরিচিত। তারা নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, তাসবীহ, তেলাওয়াতের মাধ্যমে সোজা বেহেশতে যেতে চান।

আইন, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, শিক্ষা ব্যবস্থা, দেশ শাসন ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর তরীকা ত্যাগ করলেও তাদের মতে জান্নাতে যেতে কোনো অসুবিধে হবে না। এসব ধার্মিক লোকদের আল্লাহ ও রাসূল (সা.) সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণেই এ দশা হয়েছে।

একজন ইলমওয়ালা মুসলমান একথা ভালভাবেই বুঝেন যে, রাসূল (সা.)-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না। কবরের প্রথম পরীক্ষায় শেষ প্রশ্নের জবাবে যদি রাসূল (সা.)-কে চিনতে চাই এবং সঠিক জবাবে বলতে চাই– هُوَ رَسُوْلُ اللّٰه صلعم তাহলে উপরোক্ত আলোচনার আলোকে সব বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

তা না হলে যারা ঈমানের সাথে মৃত্যু আশা করি এবং কবরের পরীক্ষায় পাস করতে চাই, তাদের আশা নিরাশায় পরিণত হতে পারে। কবরের প্রথম পরীক্ষায় ফেল করলে, এমন দুঃখ-কষ্ট শুরু হতে পারে, যার আর শেষ হবে না।

www.amarboi.org

হযরত ওসমান (রা.) কবরের কাছে দাঁড়ালে এত বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর চোখের পানিতে দাঁড়ি ভিজে বুকে পড়তো। কোনো ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করলো, জান্নাত ও জাহান্নাম সংক্রান্ত আলোচনা যখন হয়, তখনও আপনি এত বেশী কাঁদেন না, যত বেশী কবরের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদেন।

তখন হযরত ওসমান (রা.) বললেন–

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلعم قَالَ اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّنْ مَّنَازِلِ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ نَجٰى مِنْهُ فَمَا بَعْدَهٗ اَيْسَرُ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهٗ اَشَدُّ مِنْهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم مَا رَاَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ اِلَّا وَالْقَبْرُ اَفْظَعُ مِنْهُ. (رواه الترمذى وابن ماجة)

"নিশ্চয় রাসূল (সা.) বলেছেন, আখিরাতের ঘাঁটিসমূহের মধ্যে কবর হচ্ছে প্রথম ঘাঁটি। যদি কেউ কবরের ঘাঁটি হতে মুক্তি লাভ করতে পারে, পরের ঘাঁটিসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর যদি কবরের ঘাঁটি হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তাহলে পরের ঘাঁটিগুলো আরও কঠিন হয়ে যায়। অতঃপর তিনি আরও বলেন, আমি এমন কোনো জঘন্য স্থান দেখিনি যা থেকে কবর জঘন্যতর নহে।

আমরা যদি ঈমানের সাথে মৃত্যু কামনা করি, তবে কবর, হাশর, মীযান, পুলসিরাত এ সম্পর্কেও জ্ঞান অর্জন করে আমল করতে হবে। কবরের প্রশ্নগুলো একটি আরেকটির সাথে জড়িত। রব, দ্বীন এবং রিসালাত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি শব্দ। রবের পক্ষ থেকে দ্বীন এসেছে। মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে সে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব নবীর দেখানো পদ্ধতিতেই দ্বীন অনুসরণ করতে হবে। তবেই কবরের পরীক্ষায় পাস করার আশা করা যায়।

যে আমলের মৃত্যু নেই

এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে :

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ فَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ ـ عِلْمًا عَلَّمَهٗ وَنَشَرَهٗ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ اَوْ مُصْحَفًا وَّرَّثَهٗ اَوْ

www.amarboi.org

مَسْجِدًا اَبْنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَجْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَّالِهٖ فِىْ صِحَّتِهٖ وَحَيٰوتِهٖ تَلْحَقُهٗ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ - (ابن ماجه)

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূল (সা) বলেছেন– মুমিনের মৃত্যুর পরও তার এমন কিছু নেক আমল আছে, যেগুলোর সাওয়াব সর্বদা তার কাছে কবরে পৌঁছতে থাকবে। সেগুলো হলো–

১. এমন ইলম যা সে শিক্ষা গ্রহণ করেছে এবং তা প্রচার করেছে।

২. নেক সন্তান যা সে দুনিয়ায় রেখে গিয়েছে।

৩. কুরআন যা মীরাসরূপে বা ওয়াক্‌ফ করে গিয়েছে।

৪. মসজিদ যা সে নির্মাণ করে গিয়েছে।

৫. বিশ্রামখানা যা সে মুসাফিরদের জন্য তৈরী করেছে।

৬. খাল, কূপ, পুকুর ইত্যাদি যা সে খনন করে গিয়েছে।

৭. দান-সদ্‌কা যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাকালে তার ধন-সম্পদ থেকে করে গিয়েছে।

এসব আমলগুলোর সাওয়াব তার মৃত্যুর পরেও তার নিকট পৌঁছতে থাকবে। (ইবনে মাজাহ)

যাঁরা ঈমানের সাথে মৃত্যু কামনা করেন তাঁরা উক্ত আমলগুলো গুরুত্ব দিয়ে করার চেষ্টা করে। এ আমলগুলো এমন, যা বান্দা মারা যাওয়ার পরও জারি থাকে।

মৃত ব্যক্তির জন্য আমাদের করণীয়

এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী করীম (সা.) বলেছেন :

خِصَالٌ اَرْبَعٌ اَلدُّعَاءُ لَهُمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِىْ لَارَحِمَ لَكَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا - (الادب المفروض)

"এক ব্যক্তি জানতে চাইল– মা-বাবা মরে গেলে তাদের জন্য কি করণীয় রয়েছে? তখন নবী করীম (সা.) বলেছেন :

www.amarboi.org

১. তাদের জন্য দু'আ করা, তাদের গুনাহ মাফ চাওয়া।

২. তাদের ওয়াদা বা অছিয়ত থাকলে তা পূরণ করা।

৩. মা-বাবার বন্ধু/বান্ধবীদেরকে সম্মান করা, খোঁজ-খবর রাখা।

৪. মা-বাবার পক্ষের আত্মীয়দের সাথে ভাল সম্পর্ক রক্ষা করা।

উক্ত কাজগুলো যদি আমরা গুরুত্ব দিয়ে করতে পারি, তবে তা আমাদের জন্যও ঈমানী মৃত্যুর উসিলা হতে পারে।

শেষ আবেদন

আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হওয়ার মতো নেয়ামত লাভ করেছি। আমাদের আল্লাহ এক, নবী এক, কুরআন এক। একই নিয়মে নামায পড়ি, রোযা রাখি, হাজ্জ করি, যাকাত দেই। একই নিয়মে মৃত্যু, গোসল, কাফন, জানাযা ও দাফন হয়ে থাকে। একই নিয়মে কবর হয়ে থাকে। তাহলে আমাদের মধ্যে এত মতানৈক্য থাকবে কেন? আসুন, সকল মতানৈক্য ভুলে গিয়ে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই। আমীন॥

www.amarboi.org

আহসান পাবলিকেশন

কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার

www: ahsanpublication.com